ব্রতচারী সখা

INSTITUTE OF EDUCATION

শ্রীগুরুসদয় দত্ত

4662

ব্রতচারী সখা

INSTITUTE OF EDUCATION

গুরুসদয় দত্ত

Library
Calcutta

প্রাপ্তিস্থান—
ব্রতচারী কেন্দ্র-ভবন
১৯১।১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

C S.B.T, W.B. LIBRARY
27. 2. 2002
Accn. No. 10437

©

মূল্য— তিন টাকা মাত্র।

প্রকাশক—
শ্রীশিশির কুমার মিত্র
প্রধান সচিব
ব্রতচারী কেন্দ্র-ভবন
১৯১।১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২।

মুদ্রাকর—
শ্রীনক্ষত্র কুমার মুখার্জী
বিবেকানন্দ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৯নং শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা-৬।
ফোন : ৩৫-৬৩৩৯

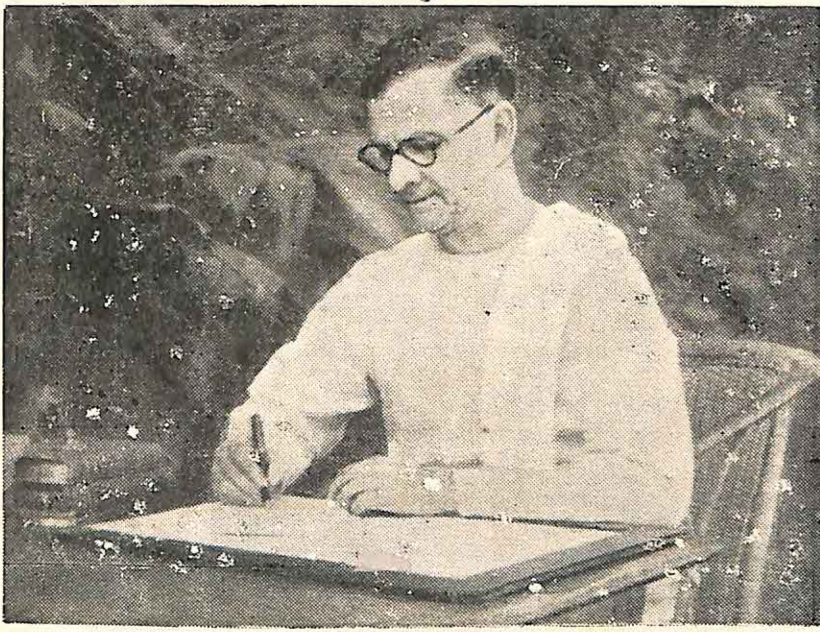

গুরুসদয় দত্ত।

আবির্ভাব
১০ই মে, ১৮৮২

তিরোধান
২৫শে জুন, ১৯৪১

INSTITUTE OF EDUCATION

*(উপরোক্ত ছবির ব্লকটি ব্রতচারী কেন্দ্রীয় নায়ক মণ্ডলীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।)

প্রকাশকের নিবেদন

আমার পক্ষে বিশেষ গৌরবের ও আনন্দের বিষয় যে "ব্রতচারী সখা"র উনবিংশ সংস্করণের প্রকাশনার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে। ব্রতচারী পরিচেষ্টার প্রবর্ত্তক এবং এই গ্রন্থের রচয়িতা স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত জীবিত থাকাকালীন প্রতি সংস্করণে "ব্রতচারী সখা"র কলেবর বৃদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু গুরুজীর তিরোধানের পর গুরুজীর রচিত অপ্রকাশিত গান ব্রতচারী সখাতে সংযোজিত হয়নি। এই সংস্করণে গুরুজীর রচিত "বাংলা দেশ" গানটি সংযোজিত করা হো'ল। গুরুজীর অপ্রকাশিত গান, কবিতা, বিভিন্ন রচনা বহুস্থানে ছড়িয়ে আছে, আমাদের ব্রতচারী কর্ম্মীবৃন্দ সেই সবগুলি পুনরুদ্ধারে ব্রতী হয়েছেন। আশা করি অচির ভবিষ্যতে বাংলার ব্রতচারীদের হাতে সেই সব অমূল্য সম্পদ তুলে দিতে পারবো।

ইষ্ট আভাষনান্তে—

জয় সোনার বাংলার—
জয় সোনার ভারতের—
জয় সোনার বিশ্বভুবনের

শিশির কুমার মিত্র

ব্রতচারী প্রতিষ্ঠা দিবস
শুভ ২৩শে মাঘ, ১৩৭৭
(ইং ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭১)

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ		—চৈত্র,	১৩৪০
দ্বিতীয় সংস্করণ	(পরিবর্দ্ধিত)	—পৌষ,	১৩৪১
তৃতীয় সংস্করণ	(পরিবর্দ্ধিত)	—বৈশাখ,	১৩৪২
চতুর্থ সংস্করণ	(পরিবর্দ্ধিত)	—চৈত্র,	১৩৪২
পঞ্চম সংস্করণ	(পরিবর্দ্ধিত)	—বৈশাখ,	১৩৪৪
ষষ্ঠ সংস্করণ	(পরিবর্দ্ধিত)	—আষাঢ়,	১৩৪৫
সপ্তম সংস্করণ	(পরিবর্দ্ধিত)	—শ্রাবণ,	১৩৪৭
অষ্টম সংস্করণ	(পরিবর্দ্ধিত)	—চৈত্র,	১৩৫০
নবম সংস্করণ	(পরিবর্দ্ধিত)	—অগ্রহায়ণ,	১৩৫৩
দশম সংস্করণ	(পরিবর্দ্ধিত)	—বৈশাখ,	১৩৫৫
একাদশ সংস্করণ	(পরিবর্দ্ধিত)	—জ্যৈষ্ঠ,	১৩৫৭
দ্বাদশ সংস্করণ		—ফাল্গুন,	১৩৫৮
ত্রয়োদশ সংস্করণ		—মাঘ,	১৩৬২
চতুর্দ্দশ সংস্করণ		—আশ্বিন,	১৩৬৮
পঞ্চদশ সংস্করণ		—অগ্রহায়ণ,	১৩৬৯
ষোড়শ সংস্করণ		—চৈত্র,	১৩৭১
সপ্তদশ সংস্করণ		—শ্রাবণ,	১৩৭২
অষ্টাদশ সংস্করণ		—ভাদ্র,	১৩৭৪
উনবিংশ সংস্করণ	(পরিবর্দ্ধিত)	—মাঘ	১৩৭৭

সূচীপত্র

ব্রতচারী বিজ্ঞান	... ১	সোনার বাংলা	... ৩৬
ব্রতচারীর প্রণীতি	... ১৫	কোদাল চালাই	... ৩৯
ব্রতচারী ভুক্তির পদ্ধতি	... ১৭	খাটি খাটাই	... ৪০
		কর্মযোগ	... ৪০
গানের সাজি	... ১৯	কাট্ খাট্	... ৪১
প্রার্থনা	... ২০	রাইবিশে	... ৪১
জ-সো-বা	... ২১	চল্ হই*	... ৪৩
শা-শ্ব-বা	... ২১	হ'য়ে দেখ*	... ৪৩
বাংলার জয়	... ২৩	চাস্ যদি*	... ৪৪
আগুয়ান বাংলা	... ২৫	ব্রতচারী নাম*	... ৪৪
বাংলাভূমির মাটি	... ২৫	*ইংরাজী অনুবাদ	... ৪৫
হাঁ ও না	... ২৬	বাংলার সন্ততি দল	... ৪৬
চাষা	... ২৮	ব্রতচারী	... ৪৬
কচুরীপানা	... ২৯	তরুণতা	... ৪৭
নারীর মুক্তি	... ৩০	বীরনৃত্য	... ৪৮
স্বাগত	... ৩১	জীবনোল্লাস	... ৪৯
লেখাপড়া (ছেলেদের)	... ৩২	নারীর স্থান	... ৫০
লেখাপড়া (মেয়েদের)	... ৩৩	তরুণ-দল	... ৫২
স্থর্য্যি মামা	... ৩৩	মিলন-স্মৃতি	... ৫৩
সবার প্রিয়	... ৩৫	বাংলার মানুষ	... ৫৪
সাধনা	৩৫	চল্ চল্	... ৫৫

বাংলার শক্তি ... ৫৬
অগ্রে চল্ ... ৫৬
বাংলার স্থান ... ৫৭
বাংলা-ভূমির দান ... ৫৭
মাতৃভূমি ... ৫৮
ভারতমাতা ... ৬০
ভারত গাথা ... ৬১
আমরা মানুষ দল ... ৬৩
বৃক্ষ-রোপণ ... ৬৪
বৃক্ষ কর্ত্তন ... ৬৪
আমরা বাঙ্গালী ... ৬৫
বী-র-বা .. ৬৬
মানুষ হ' .. ৬৬
নাইরে ব্যবধান ... ৬৭
বাংলা ভূমির মান ... ৬৮
পূর্ণ স্বাস্থ্য ও পূর্ণ স্বরাজ ... ৬৮
গঙ্গারাঢ়ী ... ৬৯
করব মোরা চাষ ... ৭০
বাংলা প্রেম ... ৭৫
আমরা সবাই অভিন্ ... ৭৬
সাঁতার সঙ্গীত ... ৭৬
জয় ভারত ... ৭৭
ব্রতচারী গ্রাম ... ৭৭

লোকগীতি ... ৭৮
কাঠি নৃত্যের বোল .. ৭৯
কাঠি নৃত্যের গান ... ৭৯
জারি নৃত্যের গান ... ৮০
ঝুমুর নৃত্যের গান ... ৮৩
বাউল নৃত্যের গান ... ৮৪
সারি গান ... ৮৪

কৌতুক-গীতি ... ৮৬
হা—খে—না—খা ... ৮৭
হা—না—বা ... ৮৭
হবু—জবু ... ৮৮
শিক্ষা বলি কাকে (গান) ... ৮৯
বাংলা দেশ ... ৯২
রায় বেঁশে নৃত্যের বোল . ৯৬
গুজরাটি রাস ... ৯৮
ধান ভানা ... ৯৮
ঢালী নৃত্যের বোল ... ৯৯
ব্রতচারীর গ্রামের কাজ ... ১০০

পরিশিষ্ট
ব্রতচারীর বোল আলি ... ১০১
ব্রতচারীর পর্যায় বিভাগ ... ১০২
ব্রতচারী সংঘ সংগঠন ... ১১৪

ব্রতচারী বিজ্ঞান

উপরে যে সাঙ্কেতিক পরিরচনাটি ছাপানো হ'য়েছে, এটা বাংলার ব্রতচারীর ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘগত বিচিহ্ন। এতে ব্রতচারীর পাঁচটি ব্রতের সাঙ্কেতিক চিহ্ন সন্নিবেশিত আছে। মাঝখানে **জ্ঞানের** প্রদীপ; দুই পার্শ্বে **শ্রমের** প্রতিচিহ্নক কোদাল ও কুঠার; মধ্যভাগে **সত্যের** সরল পথসূচক রেখা ও **ঐক্যের** গ্রন্থি এবং এগুলিকে ধারণ করে র'য়েছে **আনন্দের** লহরী। আবার কোদাল এবং কুঠারে দুইটি 'ব' আঁকা আছে; এই **'ব-ব'** সূচনা করেছে **বাংলার ব্রতচারী**। বিচিহ্নের নীচে আছে **'জ-সো-বা'**; উহার অর্থ—জয় সোনার বাংলার।

কোন অভিষ্ট-সিদ্ধির জন্য মনে দৃঢ় পবিত্র সংকল্প গ্রহণ ক'রে একাগ্রচিত্তে সেই সংকল্পকে কার্য্যে পরিণত ক'রে তুলবার কায়-মনোবাক্যে চেষ্টার নামই ব্রত। যে পুরুষ, নারী, বালক বা বালিকা এরকম কোন সংকল্প মনে গ্রহণ ক'রে তাকে একাগ্রচিত্তে পালন করাই নিজের কর্ত্তব্য মনে করেন এবং সেই ভাবে আচরণ করেন; তাঁকে আমরা ব্রতচারী বলি। এই হ'ল ব্রতচারীর সাধারণ অর্থ। কিন্তু আমরা ব্রতচারী কথাটাকে একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছি। এখানে যে ব্রতের কথা আমরা বুঝি, তা জীবনের যে-কোন একটা বিশেষ অভীষ্ট-সিদ্ধির ব্রত নয়। মানুষের জীবনকে

সব দিক থেকে সকল প্রকারে সফল, সার্থক ও পূর্ণতাময় ক'রে তোলবার অভীষ্ট নিয়ে যাঁরা ব্রত ধারণ করেন, ব্রতচারী বল'তে আমরা এখানে তাঁদের কথাই বুঝব। এর চেয়ে বড় বা ব্যাপক অভীষ্ট সংসারে মানুষের হ'তে পারে না।

মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণ সার্থক, সফল ও পূর্ণতাময় ক'রে তোলবার, অভীষ্ট সিদ্ধি করবার জন্য যে পূর্ণব্রত গ্রহণ করা হবে, সেই পূর্ণব্রতটিকে আমরা পাঁচ ভাগে অথবা পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ব্রতে বিভক্ত করেছি। সেগুলি এইঃ **জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য** ও **আনন্দ**। সংক্ষেপে **জ্ঞা—শ্র—স—ঐ—আ**। ব্রতচারীর এই পাঁচটি ব্রত, অথবা **পঞ্চব্রত**। এই পাঁচটি ব্রতের সমষ্টিকেই আমরা মানুষের পূর্ণাদর্শের জীবন-ব্রত বলে ধরে নিতে পারি। যিনি এই পাঁচটির প্রত্যেকটি পালন করতে দৃঢ় সংকল্প করেছেন এবং পাঁচটি একসঙ্গে পালন করতে দৃঢ় সংকল্প করেছেন ও জীবনে কায়-মনোবাক্যে এই পঞ্চব্রত পালন করবার জন্য সরল ভাবে চেষ্টা ক'রে থাকেন, সেই পুরুষ, নারী, বালক বা বালিকাকেই আমরা বলি ব্রতচারী।

সুতরাং এই অর্থে, সকল দেশের পুরুষ, নারী, বালক, বালিকাই ব্রতচারীর আদর্শ গ্রহণ করতে পারেন, এবং শুধু তা'ই নয়, প্রত্যেকেরই গ্রহণ করা উচিতঃ এই আদর্শ-পালনের দুটো দিক আছে। একটা, ব্যক্তির নিজের দিক দিয়ে—নিজের জীবনকে অর্থাৎ নিজের চরিত্রকে, চিন্তাকে, কর্ম্মকে ও দেহকে পূর্ণ ক'রে তোলবার দিক থেকে। আর একটা হ'চ্ছে, সমগ্র মানুষের দিক থেকে—নিজের চিন্তা, কর্ম্ম ও আচরণের দ্বারা অপর মানুষের এবং সমগ্র মানুষের জীবনকে সফল, সার্থক ও পূর্ণতাময় করে তোলবার যে কর্ত্তব্য তা পালন করবার চেষ্টার দিক থেকে, অর্থাৎ

ব্রতচারীর আদর্শের দুটো মুখ থাকবে। একটা হচ্ছে ব্যক্তি-মুখ আর একটা সমাজ অথবা সমষ্টি-মুখ। এই দু'মুখী আদর্শ সম্পূর্ণ-ভাবে যে ফুটিয়ে তুলতে পারবে সে-ই হবে সত্যকার এবং সফলতাবান ব্রতচারী এবং এই অর্থে প্রত্যেক ব্রতচারীই নিজেকে সমগ্র বিশ্বের পৌরজন বলে মনে করতে পারেন।

কিন্তু ব্রতচারীর সমষ্টি-মুখ আদর্শ-পালনের বেলা এটা ভুললে চলবে না, সমগ্র মানবজাতির অথবা মানব-সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করতে হ'লে তার আগে প্রত্যেক মানুষকে তার কর্ত্তব্য পালন করতে হবে সেই ভূমি বিশেষের বা দেশ-বিশেষের প্রতি— যে ভূমি বিশেষের বা দেশ বিশেষের সে অধিবাসী, এবং যে ভূমি-বিশেষের বা দেশ-বিশেষের লোকের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার ফলে সে তার জীবনে সুখ, শান্তি, শিক্ষা, অর্থ ইত্যাদি লাভ করবার সুযোগ পেয়েছে বা পাওয়ার আশা রাখে এবং যে ভূমির বিশিষ্ট ছন্দের সে প্রকাশ অভিব্যক্তি বা 'ব্যক্তি'-স্বরূপ। সেই আদর্শ বা আচরণকে ডিঙ্গিয়ে সে যদি বিশ্বের অন্যান্য ভূমির মানুষের প্রতি আদর্শ আচরণ করতে চায়, অথবা অন্য ভূমির ধারার প্রকাশ করতে চায়, তবে সে সত্যকার বিশ্বব্রতচারী হ'তে পারবে না। এটা যেমন বিশ্বের দিক থেকে বলা হয়েছে, এই রকম একটা মহাদেশের বা মহাভূমির দিক থেকেও বলা চলে। ধরা যাক, যেমন ভারতবর্ষের কথা; ভারতবর্ষ একটা মহাদেশ বা মহাভূমি, তার মধ্যে অনেকগুলি বিশেষ দেশ বা ভূমি আছে যার ভিতর বাংলাভূমি একটা বিশিষ্ট ভূমি, যে ভূমির বিশিষ্ট ছন্দ-সংস্কৃতির অর্থাৎ ছন্দধারার বহন ও অভিব্যক্তির জন্য বাংলার পুরুষ, মেয়ে, বালক, বালিকা-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজেকে কৃতার্থ মনে করা উচিত এবং যে ভূমির অধিবাসী, সমগ্র লোকের প্রতি তার কর্ত্তব্য পালনের আদর্শ, তাকে মেনে চলা

উচিত। প্রত্যেক ভারতবাসীর উচিত ব্রতচারীর আদর্শ পালন করা; কিন্তু তাই বলে সে যদি ভারতবাসীর প্রতি তার কর্ত্তব্যকে এবং ভারতের স্ব-ছন্দ ও স্ব-ধারাকে অবজ্ঞা করে ও অন্যান্য দেশের সংস্কৃতি ধারা অনুযায়ী কার্য্যকলাপ ও অন্যান্য দেশের মানুষের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করতে চায়, তা হ'লে সে যেমন সত্যকার ব্রতচারী হ'তে পারে না, সেই রকম প্রত্যেক বাঙ্গালী যদি বাংলা ভূমির ভাব-ধারার ও ছন্দধারার অভিব্যক্তি স্বরূপ হয়ে বাঙ্গালী হিসাবে নিজের চরিত্র, মন, শরীর ও কর্ম্মপদ্ধতি গঠন ক'রে বাংলার বিশিষ্ট-সংস্কৃতি-ধারার প্রতি এবং বাংলার সমগ্র অধিবাসীদের প্রতি তার কর্ত্তব্য পালনের ব্রত নিয়ে প্রথমে বাংলার ব্রতচারীর আদর্শ গ্রহণ ও নিজে তাতে সিদ্ধি লাভ না করতে পারে, তবে তার ভারত-ব্রতচারী বা বিশ্ব-ব্রতচারী হবার স্পর্দ্ধা ধৃষ্টতা মাত্র।

সুতরাং বাংলার মানুষকে ও বাংলাভূমিকে যদি সফল ও সার্থক হ'তে হয় তবে বাংলার অধিবাসী প্রত্যেক পুরুষ, মেয়ে, বালক ও বালিকাকে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ হ'তে হবে **বাংলার ব্রতচারী** অর্থাৎ বাংলাভূমির অধিবাসীর জীবনের পূর্ণাদর্শ-পালক মানুষ।

একদিকে যেমন ব্রতচারীর পঞ্চব্রতের আদর্শ সার্ব্বজনীন এবং এই পঞ্চব্রত সমগ্র বিশ্বমানবের সাধারণ আদর্শস্বরূপ গণ্য হয়ে সমগ্র বিশ্বের মানুষকে ঐক্যগ্রন্থিতে বদ্ধ ক'রে সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টায় উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে, তেমনি আবার দেশ ও কালের পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে ব্রতচারীর কৃত্যের অর্থাৎ কর্ত্তব্য কার্য্যের আদর্শ বিভিন্ন হ'তে বাধ্য।

যাঁরা জাতিতে বাঙ্গালী নহেন তাঁরা যদি বাংলাদেশে স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে বাস করেন, বাংলাকে ভালবাসেন ও বাংলার

সেবা করার জন্য আগ্রহান্বিত হন, তবে তাঁরাও বাংলার ব্রতচারী হ'তে পারেন।

ভূমি-প্রেমের তিন উক্তি—

"আমি বাংলাকে **ভালবাসি**"

"আমি বাংলার **সেবা করব**"

"আমি বাংলার **ব্রতচারী**"

বাংলার অল্পবয়স্ক ব্রতচারীগণকে পূর্ব্বোক্ত ভূমি-প্রেম সূচক তিন উক্তি ক'রতে হয়। কিন্তু বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাভূমির প্রত্যেক ব্রতচারীকে ভারতভূমির প্রতি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বভুবনের মানব সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ হ'তে হবে। কারণ ব্রতচারীর আদর্শ পূর্ণতা ও সর্ব্ব-সংস্থিতি-ময়। তাই কিশোর ব্রতচারীদের জন্য ভূমি-প্রেমের তিন উক্তির একটি মধ্যম রূপ গ্রহণ করার বিধান হয়েছে। যথা :

"আমি বাংলাকে ভালবাসি ; ভারতকে ভালবাসি"

"আমি বাংলার সেবা করব ; ভারতের সেবা করব"

"আমি বাংলার ব্রতচারী" ; ভারতের ব্রতচারী"

বয়স্ক ব্রতচারীর ভূমি-প্রেমের তিন উক্তির রূপ হবে চূড়ান্তভাবে পূর্ণতাময়। যথা :

"আমি বালাকে ভালবাসি ; ভারতকে ভালবাসি ;
বিশ্বভূবনকে ভালবাসি"

"আমি বাংলার সেবা করব ; ভারতের সেবা করব ;
বিশ্বভূবনের সেবা করব"

আমি বাংলার ব্রতচারী ; ভারতের ব্রতচারী ;
বিশ্বভূবনের ব্রতচারী"

কোন নায়কের সম্মুখে যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত তিন উক্তি করলেই তাঁকে 'বাংলার ব্রতচারী' সঙ্ঘভুক্ত করা যেতে পারে। কি ভাবে এই উক্তিগুলি ব'লতে ও পঞ্চব্রত নিতে হয় তা প্রত্যেক নায়ককে শিখিয়ে দেওয়া হয়। ব্রতচারী সঙ্ঘভুক্ত হবার পদ্ধতি এই অধ্যায়ের শেষে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হ'ল। পোষক ব্রতচারীর সংক্ষিপ্ত ভুক্তি হ'তে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, দেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে ব্রতচারীর কৃত্য বিভিন্ন হ'তে বাধ্য। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যেতে পারে, "জঙ্গল-পানার নির্ব্বাসন" বর্ত্তমান কালে বাংলার ব্রতচারীর পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু যে যে দেশে জঙ্গল-পানা নেই সেখানে এই কৃত্য অনাবশ্যক, অতএব কর্ম্মপদ্ধতির ও ভাষার বিভিন্নতা অনুসারেই ব্রতচারীকে নানা প্রাদেশিক সঙ্ঘে ভাগ হ'তে হয়েছে। ব্রতচারী পরিচেষ্টা পঞ্চব্রতের মধ্য দিয়ে সর্ব্বত্র বিশ্বের মানব সমাজে ঐক্য ও সখ্য আনয়ন করবে। কিন্তু মুলতঃ সম্পূর্ণ এক ও অবিভক্ত থেকেও জীবনের পূর্ণতা-লাভের জন্য দেশ ও কালের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন পণ গ্রহণ করে' ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ব্রতচারী সঙ্ঘ গড়বে। সব দেশের ব্রতচারীর পঞ্চব্রত একই থাকবে। কিন্তু দেশ ও অবস্থা-ভেদে এই পঞ্চব্রত-মূলক কর্ত্তব্য পালনের পণের পার্থক্য থাকবে।

বাংলার ব্রতচারীর জন্য নিম্নের **ষোল** পণ অথবা কর্ত্তব্যসূচক উক্তি নির্দ্দিষ্ট হয়েছে—

জ্ঞা নের সীমা প্রসারণ
জ ঙ্গল পানার নির্ব্বাসন
শ্র মের মর্য্যাদা বর্দ্ধন
স জী ফলের উৎপাদন

আ	লো হাওয়ার সঞ্চালন
গ	রুর পুষ্টি সম্পাদন
জ	লের শুদ্ধি সুরক্ষণ
প	রিপাটিতা রচন
ব্যা	য়াম ক্রীড়ার প্রবর্ত্তন
না	রীর মুক্তি সংসাধন
বি	য়ের আগে উপার্জ্জন*
শি	ল্প শক্তি প্রস্ফুরণ
স	ময় নিষ্ঠানুবর্ত্তন
সে	বায় আত্ম-নিয়োজন
সং	ঘ সাম্য সংস্থাপন
আ	নন্দোৎস সঞ্জীবন

* নারী ব্রতচারীর জন্য "বিয়ের আগে উপার্জ্জন" পণের জায়গায় ধার্য্য হয়েছে—বিনয়-নম্র আচরণ।

ব্রতচারীর ষোল পণ
সযত্নে অনুসরণ

এই ষোল পণ ছাড়াও ছয়টি **অতিরিক্ত পণ** নির্দ্ধারিত হয়েছে—

ষোল'র অতিরিক্ত পণ

অ	পচয়	নিবারণ
প্র	গতি	ও প্ররক্ষণ
নে	তার	আজ্ঞানুবর্ত্তন
ত্যা	গে	আত্ম-বিবর্দ্ধন
নি	র্ম্মল	বাক্য দেহ মন
সু	তৎপর	আচরণ

বাংলাদেশে বর্ত্তমান কালে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন গড়তে হ'লে এই ষোল পণের প্রত্যেকটি এবং অতিরিক্ত পণ ছয়টি সর্ব্বপ্রযত্নে পালন ক'রে চলতে হবে। **ব্রতচারীর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য—**প্রত্যেকটি পণ, মানা প্রণিয়ম সযত্নে মনে রাখা।

ব্রতচারী রাখে সযতনে
পণ মানা প্রণিয়ম মনে

পণ-পালন ছাড়া আবার অন্য দিকেও নজর রাখবার দরকার আছে। অনেকগুলি রীতি-নীতি আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়ে জীবনের সুগঠনের পথে প্রতিবন্ধকতা করে। রীতিমত পণ-পালন করলেও অনেক সময় এদেরই জন্য যথোপযুক্ত উন্নতি হয় না। অতএব আদর্শ মানুষ হওয়ার জন্য পণ নিয়ে যখন অগ্রসর হচ্ছি, তখন আমরা সঙ্গে সঙ্গে পথের বাধাগুলিও নির্ম্মমভাবে নষ্ট করে' চলব। এইজন্য ব্রতচারীকে বাধা দূর করবার প্রতিজ্ঞাও গ্রহণ করতে হয়। এইগুলি ব্রতচারীর মানা। **বাংলার ব্রতচারীর সতেরো মানা—**

কোঁ	চা ঝুলাইয়া চলিব না *
খি	চুড়ি ভাষায় বলিব না
ভু	লেও ভুঁড়ি বাড়াইব না *
খি	দে না থাকিলে খাইব না
আ	য়াধিক ব্যয় করিব না
বি	পদ বাধায় ডরিব না
বি	লাসিতা ভাব পুষিব না
রা	গ পাইলেও রুষিব না
দু	খেও হাসিতে ভুলিব না

দে মাকেতে মনে ফুলিব না
অ সত্য ভাব পালিব না
অ শিষ্ট চাল চালিব না
দৈ বে ভরসা রাখিব না
চে ষ্টা না করে থাকিব না
বি ফল হলেও ভাগিব না
ভি ক্ষা জীবিকা মাগিব না
ক থা দিয়ে কথা ভাঙ্গিব না

*নারী ব্রতচারীর পক্ষে প্রথম ও তৃতীয় মানার পরিবর্ত্তিত রূপ—

প্রথম মানা—কো মল হয়েও গলিব না
তৃতীয় মানা—ভু লি গৃহকাজ ধাইব না

বাংলার সকল ব্রতচারী (নারী, পুরুষ, বালক ও বালিকা) সংক্ষেপতঃ **ব-ব** নামে অভিহিত হন। আবার তাঁদের মধ্যে যাদের বয়স কম, তারা ছোট ব্রতচারী সংক্ষেপতঃ **ছো-ব**। ছোট ব্রতচারীর জীবনে জটিলতা কম, তাদের জীবন গঠন অপেক্ষাকৃত সহজ; তাই **ছোব'র পণ** মাত্র বারোটি—

ছু টব খেলব হাসব
স বায় ভাল বাসব
গু রু জনকে মানব
লি খব পড়ব জানব
জী বে দয়া দানব
স ত্য কথা বলব

স　　ত্য পথে চলব
হা　　তে জিনিষ গড়ব
শ　　ক্ত শরীর করব
দ　　লের হয়ে লড়ব
গা　　য়ে খেটে বাঁচব
আ　　নন্দেতে নাচব

যারা আরও ছোট অর্থাৎ ছোটর চেয়েও ছোট, তাদের নাম হবে **ছো-ছো-ব**। ছো-ছো ব'দের চেয়েও যারা ছোট, তাদের নাম হবে **শিশু-ব**। শিশু-ব'দের মাত্র তিন **পণ**—

ছু　টব খেলব হাসব
স　বায় ভাল বাসব
আ　নন্দেতে নাচব

নিজেকে ব্রতচারী বলবার অধিকারী হ'তে হ'লে প্রত্যেক ব্রতচারীকে পূর্ব্বোক্ত সকল পণ ও মানা সযত্নে মনে রাখতে হবে। পণ ও মানা ছাড়া ব্রতচারীকে কয়েকটি **প্রণিয়ম** গ্রহণ করতে হয়। সেগুলি ধারাবাহিক ভাবে নিম্নে দেওয়া গেল।

ব্রতচারী জীবনের ক্রমবৃদ্ধি স্বীকার করেন; কারণ ক্রমবৃদ্ধি না মানলে জীবনকেই অস্বীকার করা হয়। **ব্রতচারীর ক্রমবৃদ্ধির** কামনা—

যত　দিন বাঁচব ততদিন বাড়ব
রোজ　কিছু শিখব রোজ দোষ ছাড়ব
যাহা　কিছু করব ভাল করে করব
কাজ　যদি কাঁচা হয় সরমেতে মরব

সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণ জীবন-গঠনই ব্রতচারীর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের সফলতাকল্পে ব্রতচারীর আজীবন যে চতুর্ব্বিধ আদর্শ থাকার প্রয়োজন তাকে বলা হয় **ব্রতচারীর চতুর্ব্বর্গ**—

শক্ত দেহ তীক্ষ্ণ মন
পূর্ণ কৃত্য দৃঢ় পণ

ব্রতচারীর সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য হবে চরিত্রের দিকে। কারণ বনিয়াদ দৃঢ় না হ'লে যেমন তার উপর ইমারত টেঁকে না, তেমনি চরিত্র দৃঢ় না হ'লে জীবন গঠনের সমস্ত চেষ্টাই বৃথা। ব্রতচারী চরিত্রবান হয়ে যদি সমস্ত কৃত্যগুলি সম্পাদন করেন ; তারপর সঙ্ঘ অর্থাৎ মিলন-কেন্দ্র গড়ে উঠবে, তারপর নৃত্যের অনাবিল আনন্দ-স্রোতের মধ্যে আত্মা মুক্তি পাবে, জীবন সেই সময়েই পরিপূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠবে। তাই ব্রতচারীর **সাধনা-পর্য্যায়**—

প্রথমে	চ	রিত্র
দ্বিতীয়ে	কৃ	ত্য
তৃতীয়ে	স	ঙ্ঘ
চতুর্থে	নৃ	ত্য

অতএব দেখা যাচ্ছে, ব্রতচারীর সর্ব্বশেষ সাধনা নৃত্য। নৃত্য না করলে জীবনকে পূর্ণতম করা যায় না ; নৃত্যের অভাবে পঞ্চব্রতের শেষ ব্রত 'আনন্দ' অঙ্গহীন হয়। কিন্তু অসমর্থ হ'লে নৃত্য না করলেও ব্রতচারীর চলতে পারে। কৃত্য ও নৃত্য নিয়ে **ব্রতচারীর জীবনের পূর্ণ-বৃত্ত**। নৃত্য না করলেও কৃত্য চলতে পারে, কিন্তু যিনি কৃত্য না করবেন তিনি নৃত্যের অধিকারী নন এবং তিনি ব্রতচারী আখ্যালাভের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

ব্রতচারীর বৃত্ত—কৃত্য আর নৃত্য

নৃত্য ছাড়া কৃত্য হয়—কৃত্য ছাড়া নৃত্য নয়

কিন্তু ব্রতচারী-নৃত্যের স্বরূপ ও প্রকৃতি সাধারণ নৃত্য থেকে বিভিন্ন।

তাই **ব্রতচারী-নৃত্যের স্থান** কৃত্যের মধ্যে—

দেহ করে সক্ষম, বল আনে চিত্তে
ব্রতচারী নৃত্যের স্থান তাই কৃত্যে

পরহিতে শ্রম ব্রতচারীর দৈনিক অবশ্য-কৃত্য রূপে গণ্য—

খেলাধূলা ব্যায়াম বা নৃত্য
পরহিতে কিছু শ্রম নিত্য
ব্রতচারীর অবশ্য-কৃত্য

ব্রতচারীর বাক্-সংযম—

একে যবে কথা কয়
অন্য সবে মৌন রয়

ব্রতচারীর কণ্ঠ-সংযম—

যত মৃদু হ'লে হয়
তার চেয়ে উঁচু নয়

ব্রতচারীর মান-অপমান—

সকল রকম শ্রমের কাজে
ব্রতচারীর সমান মান
নিজের পায়ে না দাঁড়ালে
পায় মনে সে অপমান

ব্রতচারীর বেকারী বর্জন—

হাতের কাছে যে কাজ আসে ব্রতচারী করে
বেকার হ'য়ে থাকতে ব'সে সরমেতে মরে

ব্রতচারীর আত্ম-বিশ্বাস—

অসম্ভব কিছু নয়
সাধনাতে সব হয়

ব্রতচারীর আদি-নীতি—

মন দুরুস্তে তন্ দুরুস্ত
তন্ দুরুস্তে মন দুরুস্ত

ব্রতচারীর অন্তঃশুদ্ধি—

নিজে খেটে নাশে দোষ, অপরেরে দোষে না
কারো প্রতি বিদ্বেষ ব্রতচারী পোষে না

ব্রতচারী-প্রণালীর মধ্যে আছে দেশের মানুষের সেবা, বিশ্ব-মানব-সেবা, তরুণতা ও সদানন্দময়তা, দেহের পূর্ণবিকাশ, মনের পূর্ণ সাধনা ও মুক্তি এবং চরিত্রের, কৃত্যের ও সংঘের সাধনামূলক পণ-পালন—এই সকল আদর্শের পূর্ণ সমন্বয়। 'ব্রতচারী' শব্দটাকে 'ব্র' 'ত' 'চা' ও 'রী' এই চার—অক্ষরে ভাগ করে' প্রত্যেকটির বিভিন্ন অর্থ দিয়ে ব্রতচারী তাঁর জীবনে এই বহু আদর্শের সমন্বয়ের পরিচয় দেন। তাই

বাংলার ব্রতচারীর প্রতিজ্ঞা—

ব্র ত লয়ে সাধব মোরা বাংলা সেবার কাজ
বাংলা সেবার সাথে সাথে ভারত সেবার কাজ
ভারত সেবার সঙ্গে বিশ্ব-মানব সেবার কাজ

ত রুণতার সজীব ধারা আনব জীবন মাঝ

চা ই আমাদের শক্ত দেহ মুক্ত উদার মন

রী তিমত অনুসরণ করব প্রতি পণ

পরিশেষে ব্রতচারী নেন **বাংলার ব্রতচারীর সংকল্প—**

আমি বাংলার ও ভারতের ধারা-বৈশিষ্ট্যে, গৌরবময় অতীতে ও ততোধিক গৌরবময় ভবিষ্যতে বিশ্বাস করি। সেই গৌরবময় ভবিষ্যতের ও বৈশিষ্ট্যের সাধনার জন্য দেহে, মনে, চরিত্রে, বাক্যে, আচরণে, কৃত্যে, সংঘে—সর্বদা আমার জীবনে ব্রতচারীর আদর্শ ফুটিয়ে তুলতে এবং বাংলার ও ভারতের স্ব-ভাব, স্ব-ছন্দ ও স্ব-ধারা আমার জীবনে প্রবাহিত করে বাংলার ও ভারতের পূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠতে চেষ্টা করব। "জয় সোনার বাংলার—জ—সো—বা!"—"জয় সোনার ভারতের—জ—সো—ভা!"

ব্রতচারীর প্রণীতি

তিন উক্তি, পণ, মানা, প্রণিয়ম ও সংকল্প ব্রতচারীর ভুক্তির অন্তর্গত। ইহা ছাড়াও ব্রতচারীর কয়েকটি প্রণীতি আছে; সেগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ব্রতচারীর বাংলা-প্রেম

বাংলাভাষী সকল মানুষ আমার পরম ইষ্ট
আমার প্রাণের গভীর প্রিয় বাংলাতে যা সৃষ্ট

ব্রতচারীর ভারত-প্রেম

ভারতবাসী সকল মানুষ আমার পরম ইষ্ট
আমার প্রাণের গভীর প্রিয় ভারতে যা সৃষ্ট

বাংলার ধারা-বহন

ব্রতচারী বাংলার ধারাবহ বিন্দু
ধারা প্রবাহিত রেখে চ'লে যাবে সিন্ধু

মন ও কাজ

মন যার বড় তার কোন কাজ ছোট নয়
মন যার ছোট তার সব কাজ ছোট হয়

খাওয়া ও বাঁচা

খাওয়ার জন্য বাঁচিনা মোরা বাঁচার জন্য খাই
সেজন অতীব মূর্খ যে করে বেশী খাওয়ার বড়াই
আরো খাও বলে খেতে সাধাসাধি করে যে
প্রিয়-জন-পরমায়ু পরিণামে হরে সে

উচ্ছিষ্ট-নিয়ম

উচ্ছিষ্ট ভুঁয়েতে নয়
পাত্রে ফেলিতে হয়

সভায় শিষ্টাচার

যেথা কোন সভা হয়
সেথা সবে মৌন রয়।

সভায় মৌনতা অভ্যাস

কাকে করে কা—কা—
মানুষ মৌন হ'য়ে যা।

দাঁত মাজা

ব্রতচারী মাজে দাঁত
উঠে ভোরে, পুনঃ রাত।
দু'বেলা না মাজলে দাঁত
করবে পরে অশ্রুপাত।

হবে জয় নিশ্চয়

মনে ভয় কর লয়—
হবে জয় ?—নিশ্চয় !

ব্রতচারীর পঞ্চ বর্জ্জন

রাগ ভয় ঈর্ষা লজ্জা ঘৃণা
পাঁচ দোষ ব্রতচারী বিনা।

ব্রতচারীর কর্ম্মাগ্রহ

ব্রতচারী করে কাজ
বিনা ঘৃণা বিনা লাজ।

ব্রতচারিতার কার্য্য

কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য
দমন-সাধনা ব্রতচারিতার কার্য্য।

ব্রতচারীর নির্লিপ্তি

ফল-নিন্দা-সুখ্যাতি-বিরাগী
ব্রতচারী কৃত্য-অনুরাগী।

ব্রতচারী ভুক্তির পদ্ধতি

১। ভূমি-প্রেমের তিন উক্তি (পৃঃ ৫)

২। ব্রতচারীর পঞ্চব্রত অনুসরণ

জ্ঞান-ব্রত অনুসরণ
শ্রম-ব্রত অনুসরণ
সত্যব্রত অনুসরণ
ঐক্য-ব্রত অনুসরণ
আনন্দ-ব্রত অনুসরণ

জ্ঞান-ব্রত শ্রম-ব্রত সত্য-ব্রত ঐক্য-ব্রত আনন্দ-ব্রত অনুসরণ

জ্ঞা—শ্র—স—ঐ—আ

৩। আমি বাংলার ব্রতচারীর প্রতিজ্ঞা লইব

বাংলার ব্রতচারী পরিচয় প্রতিজ্ঞা আবৃত্তি (পৃঃ ১৪)

৪। আমি বাংলার ব্রতচারীর ষোলপণ লইব

ষোলপণ আবৃত্তি—

জ্ঞা-জ-শ্র-স আ-গ-জ-প ব্যা-না-বি-শি স-সে-সং-আ

অতিরিক্ত পণ আবৃত্তি—

অ-প্র-নে-ত্যা-নি-স্থ

৫। আমি বাংলার ব্রতচারীর সতেরো মানা লইব

সতেরো মানা আবৃত্তি—

কোঁ-থি-ভূ-থি আ-বি-বি-রা ছু-দে-অ-অ দৈ-চে-বি-ভি-ক

৬। ব্রতচারীর বৃত্ত

ব্রতচারীর নৃত্যের স্থান
ব্রতচারীর দৈনিক কৃত্য
ব্রতচারীর চতুর্ব্বর্গ
ব্রতচারীর সাধনা-পর্য্যায়
ব্রতচারীর ক্রম বৃদ্ধি
ব্রতচারীর বাক্-সংযম
ব্রতচারীর কণ্ঠ-সংযম
ব্রতচারীর মান-অপমান
ব্রতচারীর বেকারী-বর্জন
ব্রতচারীর অন্তঃশুদ্ধি

৭। 'ছো—ব'র পণ আবৃত্তি

ছু-স-গু লি-জী স-স- হা-শ দ-গা-আ

৮। ব্রতচারী-বিচিহ্নের ব্যাখ্যা

সংঘ আরাব এবং 'ই—আ'র ও 'জ-সো-বা'র ব্যাখ্যা (ই=ইষ্ট; আ=আভাষণ ; জ-সো-বা=জয় সোনার বাংলার)

৯। বিচিহ্ন দান

১০। 'ই—আ'—'জ-সো-বা'

১১। ব্রতচারীর সঙ্কল্প

গানের সাজি

এই বিভাগে যে-সব গান ছাপানো হ'ল সেগুলি আমার নিজের রচিত। দৈনন্দিন জীবনের নানা বিষয় অবলম্বন করে এইরূপ অনেকগুলি সমষ্টিগীত আমি রচনা করেছি। এগুলিতে সূক্ষ্ম কবিত্বের রমন্তিক (romantic) কল্পনাবিলাস ও ভাববিলাস অথবা সৌখিন শব্দ-বিন্যাসে লীলা-নিক্কন ফুটিয়ে তুলবার প্রয়াস করা হয় নি; কথার, ভাবের, ছন্দের ও সুরের প্রাঞ্জল সমাবেশ করে এবং দৈনন্দিন জীবনের ধুলি-বালি-মাখা কাজের কথা দিয়ে এগুলিকে একটা সহজ গতিভঙ্গির ছাঁচে ঢেলে এমনি করে সহজ নৃত্যের সঙ্গে গাওয়ার উপযোগী করে তৈরী হয়েছে—যাতে করে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের ও বয়স্কদের জীবনে ও চরিত্রে একদিকে যে জড়তা, নীরসতা, নিরানন্দভাব, অতিগাম্ভীর্য্য, আত্মকুণ্ঠা ও অতি-নারীভাব এবং অপরদিকে যে অতি সৌখিনতার ও বিলাসিতার ভাব এসে পড়েছে, সেগুলি নিবারণ করে প্রাণের একটা স্বাভাবিক সহজ সরল সবল প্রাণবান মুক্তভাব, আনন্দ ও গতিশীলতা আনিয়ে দিতে সহায়তা করে।

বাংলার শিক্ষিত সমাজের জীবনে আজকাল যে কৃত্রিম ও কচি ভাব এসে পড়েছে এটা জাতির শক্তি-বিকাশের পক্ষে অনিষ্টকর ও অন্তরায়জনক। বাংলার নিজস্ব সংকৃষ্টি যে সহজ ও বলিষ্ঠভাবে গঠিত, বর্ত্তমান বাংলার শিক্ষাপ্রণালীর ফলে আমরা তার ঠিক উল্টা দিকে ফিরে পড়েছি। বাঙ্গালীর নিজস্ব আদিম চরিত্রের ও সংকৃষ্টির অন্তর্নিহিত যে সহজ ভাব ও সুর এবং সরল ছন্দ, তাকেই আবার জাতীয় সাহিত্যে ও জাতীয় জীবনে আনার জন্য এই সব গানের রচনা আমি করেছি। বাংলার বাহির থেকে আমদানি সহুরে ও মজলিসি নৃত্যের ও গীতের নির্ব্বাসন করে বাংলার নিজস্ব সরল ও নির্ম্মল ছন্দের এবং সুরের নৃত্য ও গীতকে শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা বাংলার ব্রতচারী সমিতির একটি প্রধান উদ্দেশ্য। আশা করি, বাংলার প্রতি জেলায় সহরে ও গ্রামে এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এই সকল নৃত্য-গীত আবার বাংলার জীবনে ছড়িয়ে প'ড়ে জাতিকে বলিষ্ঠ, সতেজ ও সজীব করবে এবং খাঁটি বাঙ্গালী করে গড়ে তুলবে।

চৈত্র, ১৩৪০

গুরুসদয় দত্ত

প্রার্থনা

ভগবান হে! খোদাতালা হে!
জয় জয় হে! তব জয় জয় হে!
তুমি কর সবে সম স্নেহ দান হে!
জয় জয় হে! তব জয় জয় হে

নহ বিভু তুমি কভু ভিন্ন হে;
জগৎ জুড়িয়া তার চিহ্ন হে;
দেহ প্রেম ভক্তি জ্ঞান হে;
মোহ হতে কর ত্রাণ হে;
কর ত্রাণ হে! কর ত্রাণ হে!
জয় জয় হে! তব জয় জয় হে!

সকলের সনে কর যুক্ত হে!
কর হিংসা কলহ হ'তে মুক্ত হে;
কর মুক্ত হে! কর মুক্ত হে!
জয় জয় হে! তব জয় জয় হে!

কর স্বার্থ-প্রাচীর-কারা-চূর্ণ হে;
কর ভেদ-বিহীন ভাবে পূর্ণ হে;
কর পূর্ণ হে! কর পূর্ণ হে;
জয় জয় হে! তব জয় জয় হে!

কর কল্যাণ কর্ম্মে ব্রতী হে!
তব পানে রাখো সদা মতি হে;
নাশো বিঘ্ন হে! নাশো ভয় হে!
জয় জয় হে! তব জয় জয় হে!

এই প্রার্থনা গীতি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলছে। এই গীতি অঙ্গভঙ্গী না দিয়া কেবল দাঁড়িয়েও গাওয়া চলে।

8662

* পরলোকগত প্রিয়জনের উদ্দেশে নিম্নলিখিত পদটি গাওয়া হয় ঃ—

দিও পরলোকে পরাগতি দান হে—
প্রেম-পূর্ণ পরমলোকে স্থান হে।
দিও স্থান হে! দিও স্থান হে!
জয় জয় হে! তব জয় জয় হে!

(সিউড়ী—১৯৩১)

জ-সো-বা * (জয় সোনার বাংলার)

চির ধন্য সুজলা ভূমি বাংলার
জয় জয় সোনার বাংলার
জয় জয় ভাষার বাংলার
জয় জয় আশার বাংলার
জয় স্ব-ভাবের বাংলার
ধারারূপ ছন্দের বাংলার
শস্যের, শিল্পের, শৌর্য্যের, বীর্য্যের, লক্ষ্যের, ঐক্যের, জ্ঞানের—
জয় অবদানের বাংলার।

শা-শ্ব-বা (শাশ্বত-বাংলা ও শাশ্বত বাঙ্গালী)

(গুরুজী পরিকল্পিত শাশ্বত বাংলার মানচিত্র প্রত্যেক ব্রতচারী যেন দেখে)

চন্দ্র সূর্য্য তারায় ভরা
ব্যোম-ঘেরা এই বিশাল ধরা—
মোদের সোনার বাংলা-ভূমি শোভে তাহার মাঝে—
ব্রহ্মপুত্র তিস্তা কুশী গঙ্গাধারার সাজে ॥

---

* এটা বাংলার ব্রতচারীর সার্ব্বজনীন জাতীয় গান। চার পাঁচ জন বা ততোধিক ব্রতচারীর কাজে কোথাও সম্মিলিত হলে সেই সম্মিলন শেষ হবার ঠিক আগে সকলে দণ্ডায়মান হয়ে এক সঙ্গে এই গান গাইতে হয়। সমগ্র গানটি গাইবার সময় না থাকলে কেবলমাত্র প্রথম চার ছত্র গাইলে চলে। গাওয়ার পর হাত তুলে জ-সো-বা বলতে হয়।

S.C.E.R.T, W.B. LIBRARY
Date 27.2.2002
Accn. No 10437

হিমাচলের শিখর-স্রোতের
মানস-সরের সাগর ব্রতের
এই ভূমিতেই হয় অতুলন মিলন-পরিণতি—
এই ভূমিতেই বয় অনুপম পদ্মা-মধুমতী ॥
বিন্ধ্যগিরির বিন্দু-বারির
আরাবলীর উৎস-সারির
মুক্ত ধারার মুক্ত প্রসার শতেক বাহু মেলে'
এই ভূমিতেই নিত্য নূতন সৃষ্টি প্রলয় খেলে ॥
রূপনারায়ণ মেঘনা ফেণী
করতোয়া আর ত্রিবেণী
এই ভূমিকেই সিক্ত করে' ধায় সাগরের পানে—
এই ভূমি বিধৌত প্রবল দামোদরের বানে ॥
ভারত ভূমির স্বমূল ধারা
এই ভূমিতেই লুপ্তি-হারা—
যুগে যুগে স্বরাজের উদাত্ত নিনাদ হানি
এই ভূমিতেই হয় ধ্বনিত মুক্তি—পথের বাণী ॥
সংখ্যা বিহীন জাতির ধারা
এই ভূমিতেই বিরোধ-হারা
যুগে যুগে রচে নব সমন্বয়ের গতি—
এই ভূমিতেই বয় ভারতের আদিম স্রোতস্বতী ॥
দেশ-বিদেশে শিল্পাবদান
সাগর বুকে নৌ-অভিযান
চীন জাপান যব ব্রহ্মে প্রদান বিশ্বপ্রেমের বাণী—
করেছিল এই ভূমিরই শিল্পী বীর আর জ্ঞানী ॥

প্রাচীন যুগে পুরু-জয়ের
পরিশেষে সেকেন্দরের
অভিযানোদ্ধত সেনা পূর্ব্ব-ভারত জয়ে
ফিরে গেল এই ভূমিরই গঙ্গারাঢ়ার ভয়ে ॥
সব মানুষে সমান প্রীতির
সেবা-ব্রতের সরল রীতির
মহাজ্ঞানের উদার নীতির ছন্দ-প্রদীপ জ্বালি,
এই ভূমিতেই শ্রেষ্ঠ মানব সাজায় জীবন-ডালি ॥
কীর্ত্তনীয়া বাউল গাজি
ভাটিয়াল আর সারির মাঝি
এই ভূমিতেই অন্ত-বিহীন জ্ঞানের গভীর বাণী
সহজ কথায় নৃত্যে সুরে দেয় জীবনে আনি ॥
যুগে যুগে রণ-ভূমে ধায়
রায় বেঁশে আর ঢালী হেথায়—
হিন্দু-মুসলমানের প্রাণের মিলন-নির্ঝরিণী
জাগায় এই ভূমিতেই বাংলা ভাষার মধুর প্রতিধ্বনি ॥
(ধুয়া) এই ভূমির অখণ্ড ধারায় বিশ্বেতে দীপালী
দিব সন্ততি এই স্বর্ণ ভূমির সুধন্য বাঙ্গালী
মোরা সুধন্য বাঙ্গালী—
মোরা সুধন্য বাঙ্গালী ॥

(দমদম শিবির, ১৯৩৬)

বাংলার জয়

গাহো
গাহো জয়
গাহো বাংলার জয়
দেহে নাহি ক্লান্তি, বুকে নাহি ভয় ॥

যার গঙ্গারাঢ়ীয় যুগ-বীর্য্য-গরিমা দিগ্-বিজয়ী সেকেন্দর চিত্তে
জাগিয়ে দিল ভয়—
যার রায়বেঁশে ঢালী সেনা যুগে যুগে রণ-ভূমে
দিল শৌর্য্যের পরিচয়—
মহা শৌর্য্য-শালিনী সেই বাংলার জয়!
চির-শৌর্য্য-শালিনী সেই বাংলার জয়!
হিন্দু-মুসলমান সন্ততি মিলি যার
বিনাশে দৈন্য দুঃখ ভয়—
মহা-ঐক্য-শালিনী সেই বাংলার জয়!
যেথা সততার জয়
যেথা সখ্যের জয়
যেথা সাহসের জয়
যেথা ঐক্যের জয়
যেথা কৃত্য-সাধনে দৃঢ় লক্ষ্যের জয়—
সেই বাংলার জয়—
নব বাংলার জয়!
সততার সখ্যের সাহসের ঐক্যের
পরমোৎকর্ষের হেথা পরিচয়—
নব-জাগ্রত সেই বাংলার জয়!
নব সঞ্জাত সেই বাংলার জয়!
হে খোদাতালা—ভগবান—মঙ্গলময়—
তব শুভাশিস দাও সারা বাংলাময়! *

(কলিকাতা, ১৯৩৫)

---

* এই গানে 'বাংলা কথাটির জায়গায় 'ভারত' কথাটিও বসানো যায়

আগুয়ান বাংলা

(চলন্ গীতি)

বাংলার মাটি, বাংলার হাওয়া, বাংলার ভাষা, বাংলার **গান ;**
বাংলার নদীর সলিল-ধারা সফল হোক, হে ভগবান।
বাংলার ছেলে মেয়ে লভুক দেহের শক্তি মনের জ্ঞান ;
বাংলার মায়ের স্তন্য দুগ্ধে গড়ে উঠুক বীরের প্রাণ।
বাংলার ভদ্রলোকের বংশ খেটে শিখুক শ্রমের মান ;
বাংলার যুবক বাপের অন্ন ধ্বংসের বুঝুক অপমান॥
বাংলার পুরুষ নারী করুক দেশের সেবায় আত্মদান ;
বাংলার হিন্দু-মুসলমানের প্রাণে বহুক প্রেমের বান।
বাংলার ধেনু পুষ্টি পেয়ে করুক প্রচুর দুগ্ধ দান ;
বাংলার ছোট-বড় সবাই হউক পূর্ণ স্বাস্থ্যবান।
বাংলার প্রতি গ্রামে জাগুক শিল্প কর্ম্মের প্রতিষ্ঠান ;
বাংলার পণ্যদ্রব্যের সম্ভার জগৎ জুড়ে লভুক মান।
বাংলার গৃহ গড়ে উঠুক ধনে পুণ্যে ঋদ্ধিমান ;
বাংলার জীবন হয়ে উঠুক ধর্ম্মে কর্ম্মে মহীয়ান।
বাংলার মানুষ চলুক হয়ে সকল কাজে আগুয়ান ;
বাংলার বলে লভুক ভারত বিশ্ব-সভার শীর্ষ-স্থান। *

(সিউড়ী, ১৯৩১)

বাংলাভূমির মাটি

মোদের বাংলাভূমির মাটি—
তোমার সহর গ্রাম ও বাটি
সযতনে সবাই মোরা রাখব পরিপাটি॥

---

* এই গানের প্রতি পংক্তিতে 'বাংলার' কথাটির জায়গায় 'ভারতের' কথাটি সন্নিবিষ্ট করেও নেওয়া যায়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে শেষ পংক্তি নিম্নলিখিত রূপ হবে :—

ভারতভূমি করুক গ্রহণ বিশ্ব-সভার শীর্ষ-স্থান।

করব পানার নির্ব্বাসন
কেটে গাছের নিবিড় বন
মোরা বইয়ে দিব আলো হাওয়ার মুক্ত বিচরণ ;
সাধব মোরা নিত্য তোমার ধনের বিবর্দ্ধন—
রচে তরকারী ফল ফুলের বাগান কোদাল হাতে খাটি ॥ *

(নিউড়ী, ১৯৩১)

হাঁ ও না

মোরা ছুটব
মোরা খেল্‌ব
বসে কুঁড়ে হয়ে থাক্‌ব না,
ছাতি ফাটবে
মাথা ভাঙ্গবে
তবু পরাজয় মান্‌ব না ॥
মোরা নাচ্‌ব
মোরা গাইব
মিছে সরমেতে জড়্‌ব না,
গুরু ছাত্র
পুঁথি মাত্র
পড়ে অকালেতে মর্‌ব না ॥
মোরা হাস্‌ব
ভয় নাশব,
বাধা বিপদেতে টল্‌ব না,

---

* 'বাংলা ভূমি'র মাটি' গানে 'বাংলাভূমি'র জায়গায় 'ভারতভূমি'র বসিয়েও গাওয়া যায়।

প্রাণ খুল্‌ব
মান ভুলব
দীন দুঃখীদের ঠেল্‌ব না ॥
গায়ে খাট্‌ব
বন কাট্‌ব
মাথা গুঁজে বসে ভাব্‌ব না,
মাটি খুঁড়্‌ব
চাষ জুড়্‌ব
কভু শ্রমে হেলা কর্‌ব না ॥
লেখা লিখব
পড়া শিখব
তবু বাবু বনে উঠ্‌ব না,
গ্রামে জেলায়
জলে হেলায়
কভু পানা ঘাস রাখ্‌ব না ॥
দেশ ঘুর্‌ব
জ্ঞান পুর্‌ব
জাতি-ভেদাভেদ মান্‌ব না,
ভাল বাস্‌ব
দুখ নাশ্‌ব
কভু ছোট-বড় বাছ্‌ব না ॥
ধন গড়ব
গাড়ী চড়ব
কারো হানি কভু কর্‌ব না,
পেয়ে লক্ষ
হলে যক্ষ
তবু গরীবেরে ভুল্‌ব না ॥

(সিউড়ী, ১৯৩২)

চাষা

যদি তার নাই বা সরে মুখের ভাষা—
ছোট লোক নয় রে চাষা !
চাষীর জোরে শক্তি জাতির—
চাষের মূলে দেশের আশা ॥

চাষীরে মূর্খ রেখে
দেখে তারে ঘৃণার চোখে
পাশ করা লোক ভদ্র ব'নে
দিয়েছে ছেড়ে লাঙ্গল চষা—

তাই আজ দেশের এ দুর্দ্দশা
মরছে মানুষ বাড়ছে মশা
সোনার এই বাংলাদেশ আজ
বন্‌লো রে তাই রোগের বাসা ॥

ভুলে গিয়ে বাবুয়ানা
মাটি খুঁড়ে তোল্‌রে সোনা
মাঠে চল্‌ কোদাল হাতে
ছেড়ে দিয়ে কলম-ঘসা—

মানুষ যদি হ'বি আবার
কর আয়োজন ভূমির সেবার
খুলে চোখ জ্ঞানের আলোয়
(গতর খেটে, গতর খেটে) গতর খেটে বন্‌রে চাষা ॥

জ্ঞানের মশাল নিয়ে হাতে
নেমে আয় চাষের ক্ষেতে,—
(যেথায়) চল্‌ছে চাষীর আঁধার নিশির
ঘুমের ঘোরে কাঁদা হাসা—
সে আলোর পরশ পেলে
জাগবে চাষী নয়ন মেলে,
হবে তার শক্তি-বিকাশ—
দেশের দুঃখ-দৈন্য নাশা ॥

(সিউড়ী, ১৯৩১)

—০—

কচুরীপানা

[কচুরি রে কচুরি, পাঠাই তোরে যমপুরী
রে পিশাচী নৃশংস, করব তোরে নির্ব্বংশ।
মশার মাসী, সর্ব্বনাশী, আয় দিব তোর গলায় ফাঁসী।
ভাঙব মাথার ঘেরা টোপ, পোড়াব তোর দাড়ি গোঁফ।
বাংলা ছেড়ে কচুরি, যা চলে যা যমপুরী ॥]

চল্‌ আয় কচুরি নাশি—
এই রাক্ষসী যে বাংলা দেশের দিচ্ছে গলায় ফাঁসি।
ওরে কেমন করে বাড়ে পানা রক্তবীজের ঝাড়—
সে যে বোঝা বিষম ভার ;
দেশের খাল নদী বিল পুকুর ফসল
ফেলল যে এ গ্রাসি ॥

এ যে গরুর ঘটায় উদর-পীড়া মাছের রোধে শ্বাস,
একে করতে নেই বিশ্বাস ;
এ যে শুকিয়ে মরেও আবার বাঁচে—
এক থেকে হয় আশী ॥
হয় গর্ত্তে পুঁতে পচিয়ে নে, নয় টেনে শুক্‌নো ঠাঁই
করে নে আগুন দিয়ে ছাই,—
জমির শস্য হবে দ্বিগুণ, পেলে কচুরি-সার-রাশি।
শুকনো হোক বা সবুজ, ক'রে সব কচুরির নাশ
প্রাণে লাগিয়ে দে তার ত্রাস—
যেন ফোটায় না আর পিশাচী তার
ফুলের বিকট হাসি ॥
কচুরি যে মারবে না সে দেশের কুসন্তান—
(ও) তার ধিক্ ধন' ধিক্ মান।
সবাই আয়রে ত্বরা দেশের যারা মঙ্গল-অভিলাষী ॥

(ময়মনসিং, ১৯২৯)

নারীর মুক্তি

(কীর্ত্তন সুরে)

[শিশু দোলে যাদের কোলে, তাদের জোরেই রাজ্য চলে। অন্ধকারে আছেন মা'রা, মানুষ গঠন করবে কারা ? নারী যদি না পায় মুক্তি, স্বরাজ লাভের বৃথাই যুক্তি।]

মায়ের জাতের মুক্তি দে রে !
(নয়তো) যাত্রা-পথের বিজয়-রথের
চক্র তোদের ঠেলবে কে রে ?
জ্ঞানের আলো পায় না যারা
শক্তি-বিহীন ব্যর্থ তারা ;
শক্তি-বিহীন মায়ের ছেলে
সকল কাজে যায় যে হেরে—

লক্ষ্মী যেথায় ঢাকেন আনন
দুর্নীতি কে করবে দমন ?
অত্যাচারীর উগ্র প্রতাপ
নিত্য সেথায় যায় যে বেড়ে ॥
মায়ের জাতের মুক্ত প্রভাব
গ'ড়বে তোদের বীরের স্বভাব—
বিশ্ব-সভার উচ্চাসনে
চড়বে না কেউ তোদের ছেড়ে'—
শক্তিময়ী মুর্ত্তি সে যে'
উদ্ভাসিত জ্ঞানের তেজে—
শক্তি-মন্ত্র সাধন করে'
গড়বে নারী সন্তানেরে ॥

(ময়মনসিং, ১৯২৯)

স্বাগত

স্বাগত, স্বাগত, স্বাগত,—
স্বাগত হে হেথা শুভ অতিথি,
শুভ অতিথি, শুভ অতিথি।
আজি মিলনের পুলকিত পরশে
হরষ-আবেশে হাসে প্রকৃতি—
হাসে প্রকৃতি, হাসে প্রকৃতি ॥
চিত্তে জাগিছে নব আশা,
ঝঙ্কৃত হৃদয়ের ভাষা,
উথলে বিমল ভালবাসা—
পরাণের নিরমল প্রীতি
স্নেহ-প্রীতি—স্নেহ-প্রীতি

তব মঙ্গল বিভু-পদে মিনতি !
করি মিনতি, করি মিনতি, করি মিনতি ॥

(সিউড়ী, ১৯৩১)

লেখাপড়া

(ছেলেদের)

মোরা শিখব লেখাপড়া
যে লেখাপড়া শিখে না তার
গলায় পড়ে দড়া ॥
লেখাপড়া শিখে যে, সে
দক্ষ কৃষক হয়,
ও তার দারিদ্র হয় ক্ষয় ;
তার ক্ষেতে ফলে দ্বিগুণ ফসল
ভরে টাকার তোড়া ॥
সে ব্যবসা করে দেশ-বিদেশে
বণিক-বেশে যায়,
মনের আনন্দে বেড়ায়,
সকল দুঃখ-দৈন্য দূর করে' সে
চড়ে গাড়ী-ঘোড়া ॥
জ্বেলে জ্ঞানের আলো করব মোরা
ধনের উৎপাদন—
দেশের দুঃখ বিমোচন ;
খুঁজে নিত্য নূতন সত্য, উজল
করব বসুন্ধরা ॥

(কলিকাতা, ১৯৩৪)

লেখা পড়া

(মেয়েদের)

মোরা শিখব লেখাপড়া
যে লেখাপড়া শিখে না তার
গলায় পড়ে দড়া ॥
লেখাপড়া শিখে যে, সে
সুগৃহিণী হয়—
ও তার দারিদ্র হয় ক্ষয় ;
তার জ্ঞানের জোরে শক্তি বাড়ে—
ভরে টাকার তোড়া ।
স্বাস্থ্য-নীতি শিল্প-নীতি
ধর্মনীতির তত্ত্ব
শিখে করে সে আয়ত্ত
সকল দুঃখ-দৈন্য দূর করে' সে
পরে শালের জোড়া ॥
আপন পরিবারে করে'
সুশিক্ষা প্রদান,
গড়ে উন্নতি সোপান ;
হয় জীবন তাহার দেশের সেবার
সার্থকতায় ভরা ॥

(কলিকাতা, ১৯৩৪)

সূর্য্যি মামা

(১)

সুপ্রভাত ! হে সূর্য্যিমামা
ঘুম হ'লো কাল কেমনটি ?

ওগো তোমার ভয়ে চাঁদ আর তারা
লুকোয় কেন এমনটি ?
দেখেছিলাম কালকে তুমি
সাঁঝের বেলায় শুতে গেলে,
ওগো কষ্ট কিছু হয়েছিল কি ?
খাট-বিছানা কোথায় পেলে ?

(২)

আমি কভু শুইনা, বাছা,
দেখে বেড়াই দেশ বিদেশ—
ভাগ্নে-ভাগ্নীগুলি আমার
পাচ্ছে কিনা কোথাও ক্লেশ !
পথে পথে দিই জাগিয়ে
ফুল পাখী আর ভোমরাদের ;
তোমাদেরও জাগাই আমি,
তোমরা সেটি পাওনা টের !

(৩)

ও ভাই সূর্য্যি মোদের বাসেন ভালো—
বাসেন ভালো উষারাণী ;
সূর্য্যি মোদের সবার মামা,
উষা মোদের মাতুলানী ।
নিত্য উষা হেসে মোদের
করেন নূতন জীবন দান ;—
ও ভাই দিনের আলো সর্ব্ব-জীবের
আনন্দেতে ভরে প্রাণ ॥

(সিউড়ী, ১৯৩১)

সবার প্রিয়

সে যে মোদের সবার প্রিয় ;
সকলের আদরণীয়—সকল গুণে বরণীয় ॥
বিভু তোমায় এই মিনতি—
দীর্ঘ জীবন তারে দিও ;
সুস্থ জীবন তারে দিও—
সফল জীবন তারে দিও।
মোদের প্রীতি জড়িয়ে দিও—
মোদের গীতি জড়িয়ে দিও—
মোদের স্মৃতি জড়িয়ে দিও—
মোদের প্রীতি, মোদের গীতি, মোদের স্মৃতি জড়িয়ে দিও।
জয় জয় জয়
জয় জয় জয়
জয় জয় জয় তারে দিও ॥*

(সিউড়ী, ১৯৩১)

সাধনা

ও তুই সবার কাজে আপনাকে দে বিলায়ে ;
সবার মনে আপনাকে দে মিলায়ে ॥
মনের আপন পরের প্রভেদ দে তুই নাশায়ে,
তোর স্বার্থ-প্রাচীর বিশ্ব-প্রেমের বানেতে নিক্ ভাসায়ে,
ভাসায়ে ॥
যদি শান্তি পাবি সবার চোখের অশ্রু দে তুই মুছায়ে ;
যদি স্বস্তি পাবি সবার বুকের ব্যথা দে তুই ঘুচায়ে,
ঘুচায়ে, ঘুচায়ে ॥

---

*একজনের বেশী লোককে অভিনন্দন অথবা বিদায় দিতে হলে এই গানে 'সে' কথাটীর জায়গায় 'তারা' এবং 'তারে' কথাটীর জায়গায় 'তাদের' গাইতে হবে।

যদি বৃহৎ হবি সবার তরে বিত্ত দে তোর বিলায়ে ;
যদি মহৎ হবি সবার মনে চিত্ত দে তোর মিলায়ে, মিলায়ে।
যদি উচ্চ হবি সবার নীচে আসন নে তোর বিছায়ে,
যদি অসীম হবি সবার জীবন স্নেহে দে তুই সিচায়ে,
সিচায়ে, সিচায়ে ॥

যদি শ্রেষ্ঠ হবি সবার সেবায় মাথা দে তোর নোয়ায়ে,
যদি শুদ্ধ হবি সবার দেহের ধূলি দে তুই ধোয়ায়ে, ধোয়ায়ে।
যদি সফল হবি সবার বোঝা ব'য়ে দে হাত বাড়ায়ে,
যদি অমর হবি সবার মাঝে আপনাকে ফেল্ হারায়ে,
হারায়ে, হারায়ে ॥

(সিউড়ী, ১৯৩১)

সোনার বাংলা

সাধের সোনার বাংলা মোদের বন্‌লো কানা,
নানা রোগের আবাস ব'লে হ'লো জানা ॥

মরে অকালে নর-নারী শত শত—
যারা বেঁচে তারাও আধ-মরার মত।
ক'রে ঘরে ঘরে মানুষেরে শয্যাগত
নানা ব্যাধির বাহন উড়ে মেলে' ডানা ॥

কর ভাদ্র আশ্বিন হ'তে অগ্রহায়ণ।
প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত কুইনাইন সেবন—
হ'বে ম্যালেরিয়া নিবারণী কবচ রচন,
জলে কেরোসিন ছড়িয়ে মারো মশার ছানা ॥

দেহে প্রবেশ পেলে ম্যালেরিয়ার অংশ,
নিত্য কুইনাইন সেবনে নাশো ব্যাধির বংশ।
কর ইনজেকশন নিয়ে জ্বর ত্বরায় ধ্বংস,
কভু শয্যায় মশারি বিনা শয়ন মানা॥

ও ভাই নির্ম্মল জলে বাঁচে জীবের জীবন
হয় জলের হেলায় নানা রোগের গঠন,
কর আবদ্ধ জলের অবাধ নিঃসরণ—
বুজাও রুদ্ধ জলের আধার ডোবা খানা॥

ও ভাই গাছ ঝোপ কেটে আনো আলো হাওয়া—
যাবে রোগের কবল হ'তে নিস্তার পাওয়া,
কভু জলকে রেখোনা ঘাস পানায় ছাওয়া—
নাশি' জলের ঘাস পানা ভাঙ্গো যমের হানা॥

ও ভাই দুগ্ধের সেবনে বাড়ে জাতির প্রভাব,
আর ধেনুর হেলায় হয় দুগ্ধের অভাব,
পুনঃ জাগুক দেশে ধেনু-চর্চার স্বভাব—
গো- পালন বিজ্ঞান হোক সবার জানা॥

কর নিত্য ব্যায়াম ক্রীড়া ধর্ম্মের অঙ্গ,
খোলো মুক্ত আকাশ-তলে খেলার সজ্ঘ,
হয় ব্যায়াম-ক্রীড়ার অভাবে স্বাস্থ্য ভঙ্গ,—
বসে অলস শরীরে নানা রোগের থানা॥

ও ভাই কোমর বেঁধে সবাই কাজে লাগো,
ধনোৎ- পাদন-ব্রতে দেশের মুক্তি মাগো,
কৃষি বাণিজ্য ব্যবসায়ে হেলা ত্যাগো,
কর শিল্পের প্রসার খুলে কর কারখানা ॥

ও ভাই একের বোঝা কর দশের লাঠি—
রজ্জু পাকাও বেঁধে তৃণের আঁটি,
হেরি' সঙ্ঘ-শক্তির রচা সোনার কাঠি—
সরে' দূরে পালাবে বাধা-বিপদ নানা ॥

ও ভাই পরাশ্রিত হ'য়ে থাকা কর ঘৃণা,
বরং মরণ তা হ'তে শ্রেয় আহার বিনা,
খেটে আত্ম-শক্তির পূর্ণ প্রসার বিনা,
মনুষ্যত্বের বিকাশ কভু যায় না আনা ॥

থাকে শিক্ষার অভাবে জাতি অনুন্নত
শিক্ষা বিনা মানুষ হয় পশুর মত,
কর শিক্ষার প্রভায় দেশ আলোকিত,
যেন শিক্ষায় বঞ্চিত হ'য়ে কেউ থাকে না ॥

ও ভাই আপন দেশে যা কিছু সুন্দর, সত্য,
সযতনে কর তাহা শিক্ষায়ত্ত ;
ভ্রমি বিশ্বের তীর্থ আহর নূতন তথ্য—
হোক সকল দেশের জ্ঞান সবার জানা ॥

ও ভাই মায়ের জাতি যেথায় অন্ধকারে,
সে দেশ বিশ্বে সবার কাছে হারে ;
জ্বালো জ্ঞানের আলো নারীর মুক্তির দ্বারে—
সে মূঢ়, যে তোলে তাতে ধর্ম্মের মানা ।

ও ভাই পদানত মাথা কর সমুন্নত—
সাম্যের প্রসার কর জীবন-ব্রত ;
হও সবার হিতের ব্রতে সবাই রত—
তাতে বিধির আশীষ দেশে হবে আনা।
ও ভাই ভেদাভেদের মোহ করি' ভঙ্গ
সবাই সবার সনে পাতো সখ্যের সঙ্গ,
সকল মানব এক জাতির অঙ্গ—
বিধির স্নেহের বিধানে নাই জাতি-সীমানা॥
ও ভাই আনন্দ উৎসবে অনুষ্ঠানে
পুনঃ শক্তির উৎস এনে জাগাও প্রাণে ;
মিলে নৃত্যের তালে তালে নির্ম্মল গানে
খোলো জীবনে আনন্দ স্রোত মোহনা॥

(সিউড়ী; ১৯৩১)

কোদাল চালাই

[লাগো কাজে কোমর বেঁধে খুলে দেখ জ্ঞানের চোখ
কোদাল হাতে খাটে যারা তারাই আসল ভদ্রলোক।]

চল্ কোদাল চালাই
ভুলে মানের বালাই—
ঝেড়ে অলস মেজাজ
হবে শরীর ঝালাই।
যত ব্যাধির বালাই
বলবে "পালাই পালাই"—
পেটের খিদের জ্বালায়
খাব ক্ষীর আর মালাই॥

(সিউড়ী, ১৯৩১)

খাটি খাটাই

সব কাজে লাগাই
হাত মোরা সবাই,
যে কাজে লাভ পাই
তাতে অপমান নাই!
আগে নিজে খেটে
সাথে পরকে খাটাই;
কষে খাটার ঝোঁকে
সুখে জীবন কাটাই!

কর্ম্মযোগ

কোদাল হাতে কাজের ক্ষেতে
কোমর বেঁধে চল্‌রে চল্—
বসুধা'র বক্ষ হ'তে তোল্‌রে খেটে সোনার ফল॥
থাকিসনে আর অসাড় অবশ
জীবন-ধারা কর নিরলস;
ভূমির সেবায় লাগরে সেজে কর্ম্মযোগী বীরের দল॥
সবাই চলে যায় যে আগে—
রইবে কি আর তোদের ভাগে?
বিশ্ব-মানব সভার তলে দেখরে তোদের কোথায় স্থল!
শক্তির আধার মায়ের জাতি—
জালিয়ে দে তার জ্ঞানের বাতি;
ঘুচবে তোদের দাসের খ্যাতি
জাগবে দেশে নবীন বল॥

(ময়মনসিং ১৯২৯)

কাট্ খাট্

ঐ যে গাছের ঘন ঠাট
এরাই রোগের দোকান-পাট ;
এই আলো-হাওয়া-রোধকারীদের
কুঠার দিয়ে কাট্ !
এদের কুঠার দিয়ে কাট্ !
রচে' সব্জীফলের মাঠ
হাতে কোদাল ধরে' খাট্
বাড়বে তাতে পরমায়ু
ত্রিশের জায়গায় ষাট্ !
হবে ত্রিশের জায়গায় ষাট্ !

রাইবিশে

আয় মোরা সবাই মিশে খেলবো রাইবিশে।
মোরা খেল্‌বো রাইবিশে (২)—
মোরা নাচবো রাইবিশে (২) ;
আয় মোরা সবাই মিশে খেলবো রাইবিশে ॥
নহে ঘৃণ্য জিনিষ এ (২)
মহামূল্য জিনিষ এ (২)
আয় মোরা সবাই মিশে খেল্‌বো রাইবিশে ॥*

---

* রায়বেঁশের অপভ্রংশ

প্রাচীন বাংলার পদাতিক সৈন্যদলের মধ্যে যারা 'রায়' (শ্রেষ্ঠ) বাঁশ ব্যবহার করতো তারা 'রায়বেঁশে' নামে খ্যাত ছিল।

মোদের ভাবনা ভয় কিসে (২) ?
হ'য়ে খেলায়ময় ভাবনা-ভয় ভাঙ্গবো নিমিষে
হ'য়ে নৃত্যেময় ভাবনা-ভয় নাশবো নিমিষে
ই-আঃ !

দামামার তালে তালে হেলে দুলে
মোরা মারবো কুঠার নিরানন্দের মূলে ;
দেখে পরের নাচ আনবো না কুভাব মনে
নেচে নির্ম্মল আনন্দ পাবো আপন মনে
ই-আঃ !

আয়রে দশ-বিশে !
চল্লিশে !
ছিয়াল্লিশে
ভয় কিসে ?
দুলে নৃত্যের বশে ; মারবো পিত্তের বিষে !
ই-আঃ !

রাজা মানসিংহের দুর্দ্ধর্ষ ফৌজ "রায়বেঁশে"—
এমনি নাচতো উল্লাসে রণ-বিজয় শেষে।
বাংলার বীর সৈন্য রায়বেঁশের বংশ
এই নৃত্যের শেষে ক'রত শত্রুর ধ্বংস !
কলিঙ্গের সম্রাটের পদাতিক বেশে
এমনি ছুট্‌ত 'রায়বেঁশে'র দল গুজরাট দেশে ॥
আয় বিভেদ ভুলি' সবে খেলি মিশে
আয় বিভেদ ভুলি' সবে নাচি মিশে ॥

ও ব্ ব্ ব্ ব্ ই-আঃ !
ও ব্ ব্ ব্ ব্ ই-আঃ !
ও ব্ ব্ ব্ ব্ ই-আঃ !

(সিউড়ী, ১৯৩২)

চল্ হই *

ব্রতচারী দেহের শক্তি
মনের মুক্তি গড়ে
চল্ ভাই মোরা ব্রতচারী
হই সব ত্বরা ক'রে।
জ্ঞানে শ্রমে সত্যে ঐক্যে
আনন্দেতে পূর্ণ—
জীবন হবে সফল মোদের
বিঘ্ন হবে চূর্ণ ॥

হয়ে দেখ *

ব্রতচারী হ'য়ে দেখ
জীবনে কি মজা ভাই—
হয়নি ব্রতচারী যে সে
আহা কি বেচারীটাই !
হাসবে খেলবে নাচবে গাইবে
খাটবে ভুলে ভয় আর মান,
দেহের তেজ আর মনের তুষ্টি
আনন্দে উথ্‌লাবে প্রাণ !

চাস্ যদি *

চাস যদি ক'রতে চিত্তকে তোর
জোর আর ফুর্ত্তির ধাম,
চাস্ যদি গ'ড়তে শরীরকে তোর
সুন্দর আর সুঠাম—
চল্ তবে আর ধেয়ে, দে যোগ ঝট্পট্
ব্রতচারী দলে—
নাচ গান পণ তাঁর দ্রুত তোর তন্ মন
ছেয়ে দেবে স্বাস্থ্যে বলে ;
তোর হৃদয় ভরে' প্রেম আর সখ্যে
সময় ভরে' শ্রমে
নিজ-হিতে আর দেশ-হিতে জান্ তোর
মজায় তুল্বি জমে' ॥

ব্রতচারী নাম *

মোরা গরব করি
ধ'রে ব্রতচারী নাম,
সকল বয়সে করি।
নৃত্য ও ব্যায়াম।
দেই শিষ, আর হাসি
লড়ে' বিপদ বাধায়,
স্ব-মর্য্যাদ্ পালি—
তা'তে প্রাণ যদিও যায় !

---

* উপরোক্ত চারখানা গানের ইংরাজী অনুবাদ পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল

(1)

Bratachari builds the body and makes the spirit free.
Let us therefore young and old all Bratachari be.
Knowledge, labour, friendship, truth
And joy will be our aim.
Though work and play and dance and love
We'll learn to play the game.

(2)

Be a Bratachari and see
How this earth is full of bliss
If you ar'nt a Bratachari
Half the fun cf life you miss.
Come and work hard, come and play hard,
Come and laugh and dance and sing
Zest of life and joy of soul
'll make you happier than a king.

(3)

If you want your spirit to have vigour, joy and vim
If you want your figure to be handsome, smart and trim
Come along and join the happy Bratachari fold
Its vows and songs and dance will make you
Healthy, stong and bold.
Your heart with love and friendship filled
Your time with work well done
You will serve your country and its cause
And fill your life with fun.

(4)

We are proud to bear the Bratachari name.
Be we young or old, we ever play the game.
While struggling in life, we whistle and we smile,
We always play fair from honour ne'er resile,

——

বাংলার সন্ততি দল

(চলন্ গীতি)

আমরা বাংলার সন্ততি দল
সংসাধি দেহে মনে বল
বক্ষ সাহসে বাঁধি দক্ষ রাখিতে মোরা লক্ষ্য জীবনে অবিচল
আমরা বাংলার সন্ততি দল
আমরা শ্রম-ব্রতে সতত সচল
ক্লান্ত-রহিত প্রাণে কর্ম্ম সাধিয়া মোরা কৃত্য আচরি অবিরল
আমরা বাংলার সন্ততি দল
মোদের ঐক্যের অপ্রতিহত বল
বাংলার মর্য্যাদা করব বৃদ্ধি মোরা
বাংলার অবদান করব ধন্য মোরা
বাংলাকে ভুবনেতে করব মহিম মোরা
বাংলার সন্ততি দল। *

ব্রতচারী

(চলন্ গীতি)

কত যে কাজ করতে আছে
নাহি তাহার শেষ,
কত যে দান মোদের কাছে
চাহে মোদের দেশ।

---

* এই গানে 'বাংলার' কথাটির জায়গায় 'ভারতের' কথাটিও বসানো যায়।

হবে না তার কিছুই সাধন
না লভিলে জ্ঞান—
আয় মোরা তাই
মিলে সবাই
গাহি জ্ঞানের গান—
বাধা ঠেলে
সবে মিলে
চড় জ্ঞানের সোপান—
নর নারী
ব্রতচারী
হয়ে লভে যেন সবে জ্ঞান।
প্রেমে ধর্ম্মে
হিত কর্ম্মে
কর দেশকে মহীয়ান ;—
যেন বিশ্বের জন-সভা মাঝে
বাড়ে বাংলার সম্মান।
যেন বিশ্বের জন-সভা মাঝে
লভে ভারত সম্মান ॥

(সিউড়ী, ১৯৩২)

তরুণতা

(চলন্ গীতি)

জন্ম হ'বার সময় হ'তেই
বয়সটা চলে বেড়ে,—
বন্ধ করতে সেটি ত' আর
উঠবে না কেউ পেরে ;

বয়সে না হয় বাড়ব তবু
রাখব তরুণ প্রাণ—
আয় তবে গাই
মিলে সবাই
তরুণতার গান—
তরুণতায়
তরুণতায়
কর জীবন পূর্ণ ;
তরুণতায়
তরুণতায়
কর বিঘ্ন বিচূর্ণ !
গীতি নৃত্যে
নিতি চিত্তে
আনো বিমল হর্ষ—
আনো ভেদাভেদ-বিদূরিত চিত্তে
সারা বিশ্বের স্পর্শ ॥

(সিউড়ী, ১৯৩২)

বীরনৃত্য

সবে চল্ আয় খেলি
বীরনৃত্যের কেলি,
মনের ভয় আর ভাবনা দিয়ে
দূরে ফেলি।
বিপদ বাধা হেলি প্রাণ উঠবে ঠেলি,
ছুটে চল্‌বে আনন্দের পতাকা মেলি
মোদের দেহের ভূষণ হবে
মাটির ধূলি,

উঠ্‌বে দামামার তালে তালে
অঙ্গ দুলি ;
উঠ্‌বে উল্লাসভরে সিংহনাদের বুলি, (ইঃ আঃ)
বাড়বে বুকের পাটা বাহুর ঝাঁকায় ফুলি।
আয় ধেয়ে চলি
খেলি পরাণ খুলি—
যাক সবার হৃদয়ে
সবার হৃদয় মিলি !

(সিউড়ী, ১৯৩১)

জীবনোল্লাস

আয় মোরা সবাই মিলে
নাচিয়া গাহি তালে তালে।
আসবে যখন—আসবে দুখ,
বিরহ-বেদনা-মৃত্যু শোক—
জীবনের আনন্দটুক্
ভুলে যাবি কি তাই ব'লে ?
খোলা মাঠের উধাও হাওয়ায়
ভাবনা-ভয় তেয়াগি আয়,—
বিশ্ব-প্রবাহী প্রেমধারায়
বহিয়ে দে প্রাণ হিল্লোলে।
ভ'রে দে প্রাণ ভালবাসায়—
মরণ-পারের মিলন আশায়—
পাখীর গানে ফুলের ভাষায়—
চাঁদিনী-রাতের কিরণ-জালে।

(সিউড়ী, ১৯৩২)

নারীর স্থান

মোরা বাংলা দেশের নারী
ক'রে নূতন বিধান জারি—
তুলে ধরব নিশান,
জয় ভগবান—
তোমারে কাণ্ডারী—
ক'রে তোমারে কাণ্ডারী—
ক'রে তোমারে কাণ্ডারী—

(২)

ক'রে নূতন মন্ত্রে ধ্যান
দেশে আন্‌ব নূতন প্রাণ,
সকল কাজে বিশ্ব মাঝে
পাতব নূতন স্থান—
মোরা পাতব নূতন স্থান—
মোরা পাতব নূতন স্থান!

(৩)

থেকে ঘরের কোণে গুপ্ত
মোরা রইব না আর সুপ্ত—

* এই গানটিতে "বাংলা দেশের" কথাটির জায়গায় "ভারত ভূমির" কথাটিও বসানো যায়।

বিধির দেওয়া শক্তি মোরা
করব না বিলুপ্ত—
মোরা করব না বিলুপ্ত—
মোরা করব না বিলুপ্ত ;
ক'রে জ্ঞান আরাধন ক'রব সাধন
দেশেরি কল্যাণ,
মোরা পাত্‌ব নূতন স্থান—
মোরা পাত্‌ব নূতন স্থান !

(৪)

মোদের দেহ-মনের শক্তি
পেয়ে পূর্ণ অভিব্যক্তি
ভাঙ্গবে মোদের শতেক যুগের
ভীরুতা-আসক্তি—
মোদের ভীরুতা-আসক্তি—
মোদের ভীরুতা-আসক্তি ;
দেশে ঘটবে না আর ঘৃণ্য আচার
নারীর অপমান—
মোরা পাতব নূতন স্থান—
মোরা পাতব নূতন স্থান !

(৫)

র'চে ঘর-বাহিরের দ্বন্দ্ব
মোরা রইব না আর অন্ধ ;

(৫২)

বইব না আর জীবন-ভরা
গভীর নিরানন্দ—
প্রাণের গভীর নিরানন্দ—
প্রাণের গভীর নিরানন্দ ;
দেশের মুক্তি-ব্রতে পড়বে মোদের
আনন্দ-আহ্বান।
মোরা পাত্‌ব নূতন স্থান—
মোরা পাত্‌ব নূতন স্থান !

(৬)

ক'রে ঘর-বাহিরের কর্ম্ম
মোরা পালব নারীর ধর্ম্ম ;
সেবা-ব্রতের পূণ্য প্রভার
পরব অভয় বর্ম্ম—
মোরা পরব অভয় বর্ম্ম—
মোরা পরব অভয় বর্ম্ম ;
মানুষ করব খাড়া রাখ্‌বে যারা
ভারত-মাতার মান।
মোরা পাত্‌ব নূতন স্থান—
মোরা পাত্‌ব নূতন স্থান !

(কলিকাতা, ১৯৩৪)

তরুণ দল

বাংলা মা'র দুর্নিবার আমরা তরুণ-দল ;
শ্রান্তি-হীন ক্লান্তি-হীন সঙ্কটে অটল। *

* এই গানে 'বাংলা' কথাটির জায়গায় 'ভারত' কথাটি ব্যবহার করা যায়।

গঙ্গা-রাঢ় পাল রাজার
বীর্য্য গরিমা—
চণ্ডীদাস জয়দেবের
ছন্দ-ভঙ্গিমা—
হোসেন শা'র ঈশা খাঁ'র শক্তি মহিমা—
ঢেউ তাদের দেয় মোদের চিত্তে অবিরল!
নিঃস্বতার দৈন্য-ভার
কর্‌ব উৎসাদন;
অজ্ঞতার অন্ধকার
করব নির্ব্বাসন;
নবযুগের উন্মেষের জ্বাল্‌ব দীপ উজল।
সংযমের পৌরুষের
পাল্‌ব প্রেরণা,
শ্রম-যোগের উদ্‌যোগের
সাধব সাধনা;
বাংলা মা'র লাঞ্ছনার মুছব অশ্রুজল।
(সিউড়ী, ১৯৩১)

মিলন-স্মৃতি

এই মিলন-তিথির মোহন স্মৃতি ভুলব না;
কভু ভুলব না;
ভুলব না—ভুলব না!
প্রণয়ের গাঁথন-ডোরের বাঁধন কভু খুলব না—
খুলব না—খুলব না

কত হাসা গাওয়া পরাণ খুলি,
মেলামেলি ভাবনা ভুলি;

স্বপন-স্থখের নেশায় কত স্বরগ-লোকের কল্পনা ;
মানস-পটে দিবস-রাতি
ফুটবে তাহার বিমল ভাতি,—
গভীর দুখের বিষাদ নিশায়
মিলবে তাহার সান্ত্বনা—
সান্ত্বনা !
সান্ত্বনা !
(সিউড়ী, ১৯৩২

বাংলার মানুষ * (চলন্ গীতি)

বাংলার মানুষ আমরা বাংলার সন্তান-দল—
কর্ম্মে খুঁজি মুক্তি, ঐক্যে গড়ি বল ॥
গঙ্গা-রাঢ় ধর্ম্মপাল ভীম খাঁ জাহান হোসেন শা'র
সীতারাম প্রতাপ ঈশা খাঁ আলিবর্দ্দি খাঁর—
ধন্য মোরা সম-জাত শৌর্য্যে অগ্রচল—
বাংলার মানুষ আমরা বাংলার সন্তান-দল ॥
সংঘ-প্রেমে চিত্ত গাঁথব সবাকার,
জ্বালব জ্ঞানের আলো, নাশব কুসংস্কার ;
গড়ব দেহ-মন দৃঢ় বিশুদ্ধ বিমল—
বাংলার মানুষ আমরা বাংলার সন্তান-দল ॥
ঘূরব দেশ-বিদেশে সাহস দৃপ্ত-বুক ;
করব কর্ম্ম দুষ্কর উত্তম-দীপ্ত মুখ ;
সর্ব্ব বাধা বিঘ্নে দুর্ব্বার অচঞ্চল—
বাংলার মানুষ আমরা বাংলার সন্তান-দল ॥

---

* এই গানটিতে 'বাংলার মানুষ' কথাটির জায়গায় 'ভারত মানব' এবং 'বাংলার সন্তান' এর জায়গায় 'ভারত সন্তান' কথাটি ব্যবহার করা যায়।

করব বৃদ্ধি বাংলার ধন বিপণ্য সুখ,
বিনাশিব ব্যাধি দারিদ্র্য ও দুখ ;
তুলব গড়ে বাংলার অসীম বীর্য্য বল—
বাংলার মানুষ আমরা বাংলার সন্তান-দল ॥

(কলিকাতা, ১৯২৫)

চল্ চল্ (চল্‌ন্ গীতি)

চল্ চল্ চল্

বিঘ্ন-বাধায় না রাখি ডর
দর্পে পা ফেলি ধরণী'পর
বক্ষে সাহসে পাতিয়া ভর
চল্ রে চল্ রে চল্—
চল রে চল্ রে চল্—.

বাড়িয়া অগ্রে চল্
বিহরি' কুণ্ঠা ছল
জ্ঞানে আনন্দে সত্যে ঐক্যে শ্রমে আহরি' বল।

হাসিয়া নাচিয়া চল্
খাটিয়া বাঁচিয়া চল্
সখ্য পাতিয়া, সংঘ গাঁথিয়া, কর্ম্মে মাতিয়া
চল্ চল্ চল্ !

বাংলার শক্তি

বাংলার মাটি হাওয়া জল ফুল ফল
সেবি' গড় বাঙ্গালী দেহে মনে বল
বাংলার ভাষা কলা নৃত্য ও গান
সাধি কর সার্থক দেহ মন প্রাণ।
ক'রে বাংলার শিল্প ও শস্যের চাষ
বাংলার কোল জুড়ে' কর সুখে বাস।
বাংলার পল্লীর প্রাণধারা সাথ
বাংলার শিক্ষার সংযোগ পাত॥
বাংলার মানুষেরে প্রেম করে দান
বাংলার প্রাণ সনে বন্ সম-প্রাণ।
পালি' বাংলার স্ব-তন্ত্র ধারার মান
বাংলার শক্তিরে কর জয়-বান।

অগ্রে চল্ (চলন্ গীতি)

হ'য়ে ধর্ম্ম-পূর্ণ-বক্ষ
কর্ম্ম-পূর্ণ-লক্ষ্য
মর্ম্ম-পূর্ণ-সখ্য
সদর্পে অগ্রে চল্॥

বাংলার স্থান (ভাটিয়ালি)

কৃত্যে-নৃত্যে পূর্ণ করে' রে—
কায় মন প্রাণ গড়ে' নে,
বাংলা দেশের নরনারীর সেবায় সঁপে দে !
জ্ঞানে শ্রমে সত্যে ঐক্যে—
বিমল আনন্দেতে জীবন ভরে' নে—
যেন বিশ্ব মাঝে বাংলার হয় স্থান,
সমুচ্চ আসনে—
কায় মন প্রাণ গড়ে' নে

বাংলা-ভূমির দান

[বাংলা ভাষী সকল মানুষ আমার পরম ইষ্ট
আমার প্রাণের গভীর প্রিয় বাংলাতে যা সৃষ্ট]
আমরা বাঙ্গালী সবাই বাংলা মা'র সন্তান—
বাংলা-ভূমির জল ও হাওয়ায় তৈরী মোদের প্রাণ।
মোদের দেহ, মোদের ভাষা মোদের নাচ আর গান।
বাংলা-ভূমির মাটি হাওয়া জলেতে নির্ম্মাণ।
বাংলা-ভূমির প্রেমে মোদের ধর্ম্ম আর ইমান্—
বাংলা-ভূমি মোদের কাছে স্বর্গ-সম স্থান।
বাংলা-ভূমির ছন্দধারার পালন করে' মান—
দানব' মোরা বিশ্বে মোদের বিশিষ্টতম দান। *

---

* এই গানটিতে 'বাঙ্গালী' কথাটির জায়গায় 'ভারতী' এবং 'বাংলা' কথাটির জায়গায় 'ভারত' বসানো যায়।

মাতৃভূমি

বাংলা মোদের মাতৃভূমি, পুণ্য স্মৃতির স্থান গো
বাংলা মোদের মাতৃভূমি, পুণ্য স্মৃতির স্থান—
বাংলা বিশাল বিশ্বে বিধির স্নেহের অতুল দান গো—
বাংলা মোদের মাতৃভূমি !

বাংলা মায়ের আঁচল-জোড়া শ্যামল মাঠের ধান
তার ভরা নদীর সলিল-ধারা জুড়ায় মোদের প্রাণ গো—
বাংলা মোদের মাতৃভূমি !

কোথায় এমন বেল মালতী বকুল চাঁপার ঘ্রাণ
এমন অশ্বথ তাল কদম্ব শাল রসাল শোভাবান গো—
বাংলা মোদের মাতৃভূমি !

কোথায় এমন চিক্‌না বাঁশের হাওয়ায় দোলা শোভা
এমন নিম স্থপারি জাম কাঁঠালের সারি মনোলোভা গো—
বাংলা মোদের মাতৃভূমি !

কোথায় ধেনু-চরা গ্রামের বাটের এমন নিঝুম ছায়া
নদীর কূলে বটের মূলে এমন নিবিড় মায়া গো—
বাংলা মোদের মাতৃভূমি !

কোথায় এমন দোয়েল শালিক কোকিল শ্যামার গান
এমন বাউল গাজী ভাটিয়ালির মন-মাতানো তান গো
বাংলা মোদের মাতৃভূমি !

কোথায় এমন কান-জুড়ানো কোমল মধুর ভাষা
কোথায় এমন সরল প্রাণের সহজ ভালবাসা গো—
বাংলা মোদের মাতৃভূমি !

কোথায় এমন ভর-বাদরের সাগর-প্রমাণ বিল
শ্রমের সাথে কোথায় এমন গভীর জ্ঞানের মিল গো
বাংলা মোদের মাতৃভূমি !

কোথায় ধারাল-স্রোতা গহীন গাঙের এমন দীঘল বাঁক
এমন সতী নারীর সিঁথির সিঁদুর হাতের শোভন শাঁখা গো—
বাংলা মোদের মাতৃভূমি !

কোথায় এমন বাচের নায়ের ময়ুর পাখীর সাজ
এমন শঙ্কাবিহীন মাল্লা-মাঝি তুফান গাঙের মাঝে গো—
বাংলা মোদের মাতৃভূমি !

বাংলা-ভূমির নরনারীর সেবায় স'পে প্রাণ
বনব মোরা বাংলা-মায়ের অভিন্ন সন্তান গো—
বাংলা মোদের মাতৃভূমি !

হস্ত মোদের করবে খেটে বাংলা সেবার কাজ
কর্ম্ম মোদের বাংলা-মায়ের নাশব দুখ লাজ গো—
বাংলা মোদের মাতৃভূমি !

শ্রম আনন্দে সত্যে জ্ঞানে ঐক্য মহীয়ান
বাংলা-ভূমির মানুষ করুক বিজয়-অভিযান গো—
বাংলা মোদের মাতৃভূমি !

হে ভগবান—খোদাতালা আশিস্ কর দান
যেন বিশ্বমাঝে সব কাজে হয় বাংলা আগুয়ান গো—
যেন বিশ্বমাঝে ভাস্বর হয় বাংলার অবদান গো—
বাংলা মোদের মাতৃভূমি !

ভারত মাতা

উঁচু মাথা
গাহো গাথা
জয় জয় ভারতমাতা !
জয় জয় ভরতমাতা !
জয় জয় ভারতমাতা !
জয় জয় জয় জয় ভারতমাতা
নত-মাথা
গাহো গাথা
বরিষ-আশীষ-ধারা
হে বিধাতা !
ওহে-জন-গণ-মন-ভয়-ত্রাতা !
ভারত-জন-গণ-মাঝে
মানব-মঙ্গল-কাজে—
জ্ঞান-ঐক্য-বল-দাতা—
জয় জয় জয় হে বিধাতা
জয় জয়
জয় জয়
জয় জয়
জয়-দাতা
জয় জয় জয় হে বিধাতা !

(সিউড়ী ১৯৩১)

ভারত গাথা

ভারতে জন্মে মানুষ পূণ্য ফলে
বহু পুণ্য ফলে !
কত অতীত যুগের মধুর স্মৃতি
মিশে আছে তার
নদী কানন মরু পাহাড় প্রান্তরে—
জলে স্থলে ॥

হেথা তপোবনের তরুচ্ছায়ায় শকুন্তলার দেখা ;
পঞ্চবটীর বনের পথে সীতার পায়ের রেখা ;
হেথা ভবভূতি কালিদাসের অতুল মসী-রেখার টানে
নরনারীর হৃদয় দোলে।

হেথা রচে গীতার অমর গীতি
ভাঙ্‌লো মানুষ মৃত্যু-ভীতি,—
হেথা বিশ্ববাসীর মরম-ব্যাথায় প্রাসাদ ত্যাগী
উদাস-পরাণ শাক্য-মুনি
পেতেছিল ধ্যানের আসন
বোধি-তরুর শাখার তলে ॥

হেথা লিখেছিল অশোক রাজা স্তম্ভ গায়ে লিপি ;
জহর-ব্রতে পদ্মিনী তার পরাণ দিল সঁপি ;
হেথা প্রেমের রাজা শাজাহানের মানস-রাণীর মূর্ত্তি রচা
মমতা-ঝরা মর্ম্মরের অশ্রু-জলে।
হেথা লিখে গেছে রক্তে তাদের বীরত্ব-কাহিনী
রাজপুত শিখ মোগল পাঠান মারাঠা বাহিনী

হেথা রণজিৎ সিং রাণা প্রতাপ শিবাজী আর আকবরের
গান গাহে মা
ঘুম-পাড়ানীর মধুর বোলে ॥
ভালবেসেছিল হেথা রজকিনী রামী ;
মিলেছিল মীরাবাই এর অনন্তরূপ স্বামী ;—
কত পতিব্রতা সতী হেসে কোমল প্রাণ আহুতি দিল
পতিত সমাজের রচা চিতানলে ।
হেথা উঠেছিল বেজে রাজা রামমোহনের ভেরী
ধর্মনীতির অধঃপাত আর নারীর দুঃখ হেরি,—
হেথা বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ কেশবের
জীবন-প্রদীপ
গভীর নিশির আঁধার নাশি উঠল জ্বলে ॥
হেথা যুঝেছিল চাঁদবিবি আর দুর্গাবতী রণে,
জাহানারার কবর-ভূমি সজীব হরিৎ তৃণে
হেথা ধাত্রী পান্নাবতী আপন রক্তে গড়া
বুকের মাণিক বলি দিল
ভারত-নারীর ত্যাগ ব্রত সাধনার বলে ।
হেথা রুধেছিল পুরুরাজা সেকেন্দরের * গতি ;
শিক্ষালাভে ব্রতী ছিল গার্গী লীলাবতী,—
হেথা মৈত্রেয়ী রামানুজ কবীর নানক-গুরুর
জ্ঞানের স্রোতের মন্দাকিনী
প্রবাহিল প্লাবন-ধারা নর নারীর প্রাণের তলে ॥

---

* সেকেন্দর :—প্রাচীন গ্রীসের ম্যাসিডন প্রদেশের অধিপতি দিগ্বিজয়ী বীর আলেক্জাণ্ডার ।

হেথা প্রচারিল যুগে যুগে কত উদার জ্ঞানী
প্রেম ভকতি জীবে দয়া অহিংসতার বাণী;—
হেথা ঘর বিরাগী অনুরাগী গোরাচাঁদের
প্রাণ মাতানো প্রেমের তানে
নেচে নেচে গাহে বাউল দলে দলে।
হেথা বেজেছিল চণ্ডীদাস আর জয়দেবের বীণা ;
রচিল পদ দৌলত কাজি আলওয়াল আর খনা ;
(রচিল পদ বিদ্যাপতি তুলসীদাস)
হেথা মধুসূদন দ্বিজেন রবি হেম নবীন আর বঙ্কিমের
গাঁথা মালা
গরবিনী বঙ্গ-রাণীর বক্ষে দোলে ॥
(সিউড়ী, ১৯৩১)

আমরা মানুষ দল

আমরা মানুষ দল
এই ভুবনের ছন্দে মোরা আনন্দ উৎফল।
চন্দ্র-সূর্য্য-তারার মেলা
মোদের সাথে পাতায় খেলা—
জগৎ-জোড়া এই মিতালির আনন্দ সম্বল।
ফুলের হাসি পাখীর গানে
জোৎস্না নিশার মধু-স্নানে—
কোন্ অচেনা স্নেহের টানে প্রাণ করে চঞ্চল ?
অন্তহীনের অসীম লীলায়
মর্ম্ম মোদের ছন্দ মিলায়
বিশ্বদোলার শঙ্কাহারা অঙ্কে সমুখল—
মৃত্যুজয়ী আনন্দের এই খেলায় মেতে চল্
আমরা মানুষ দল !

বৃক্ষ রোপণ (চলন্ গীতি)

চল্ চল্ ঝটিতি চল্
রোপিব বৃক্ষ চল্।
বৃক্ষ মেলিবে রোদ্দুরে ছায়া
বৃক্ষে ফলিবে ফল ॥
করি তার কোলে বাসা নির্মাণ
শাখে বসি পাখী শুনাইবে গান,
শ্রান্ত পথিক শুইবে ক্ষণিক
ছায়া পেয়ে সুশীতল ॥
ফুটিবে উজলি ডালে ডালে ফুল,
লুটিবে তাদের মধু অলিকূল,
রাখালের ছেলে মিলে তার তলে
পাতিবে খেলার দল ॥

(সিউড়ী, বৃক্ষ রোপন উৎসব ১৯৩১)

বৃক্ষ কর্ত্তন

আয় আয় ঝটিতি আয়
কাটিব বৃক্ষ আয়
যেথা রুদ্ধ করিছে আলো আর হাওয়া
গাছের সঘন ছায়।
রবির কিরণ মুক্ত পবন,
বিশ্বে যাহা বিলায় জীবন,

বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে যেন
অবারিত গতি পায়
(কর) আঁধারের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা
আঁধারেই হয় রোগের পোষণ
আঁধার পুকুর আঁধার ভবন
থাকে নারে যেন গাঁয় ॥

আমরা বাঙ্গালী

আমরা বাঙ্গালী
আমরা বাঙ্গালী
সত্যে ঐক্যে আনন্দে জীবন-প্রদীপ জ্বালি ।
আমরা শ্রমব্রত পালি
আমরা জ্ঞানব্রত পালি
কণ্ঠ মন আর অঙ্গ আমরা ছন্দে সঞ্চালি ॥
বাংলাভূমির ঐক্য-সূত্র চিত্তে সঞ্চারি
বাংলা-প্রেমে যুক্ত আমরা সব নরনারী
বাংলা-জন-সেবা ধর্ম্মে আমরা প্রাণ ঢালি ॥
আমরা বাঙ্গালী
আমরা বাঙ্গালী ॥ *

* এই গানে 'বাংলা' কথাটির জায়গায় 'ভারত' এবং 'বাঙ্গালী' কথাটির জায়গায় 'ভারতী' বসানো যায় । তাহলে 'পালি' ও 'ঢালি' কথাগুলির জায়গায় 'পাতি' কথাটি বসাতে হবে। 'সঞ্চালি' কথাটির জায়গায় 'সংগাথি' এবং 'জীবন-প্রদীপ জ্বালি' কথাগুলির জায়গায় হবে 'জ্বালাই-জীবন-বাতি' ।

বীরবা

(বীর বাঙ্গালী)

দোর্দ্দণ্ড বীরবিক্রম জাত বাঙ্গালী
যুগে যুগে নেচে যায় রায়বেঁশে ঢালী।
প্রতাপাদিত্য আর ধর্ম্মপালের দল
হোসেন শা' ঈশা খাঁর সমর-চমুবল—
গড়েছিল এরা বাংলাকে দুর্জ্জয়,
ঘোষেছিল শৌর্য্য সারা ভারতময়।
আমরা বাঙ্গালী, তাদেরি সন্তান—
সাজাব বাংলাকে বিশ্বময় জয়বান॥

(মালদহ ব্রতচারী শিবির পরিদর্শনের সময়, ১৯৩৬)

মানুষ হ'

মানুষ হ' মানুষ হ'
আবার তোরা মানুষ হ—
অনুকরণ-খোলোস ভেদি'
কায়-মনে বাঙ্গালী হ'।
শিখেনে দেশ-বিদেশের জ্ঞান
তবু হারাসনে মা'র দান—
বাংলা ভাবে পূর্ণ হয়ে
সুধন্য বাঙ্গালী হ'॥

করে বাংলা-জাত প্রাণ
খেটে বাংলা-সেবায় দান
বাংলা ভাষায় বুলি বলে
বাংলা ধাঁজে নেচে খেলে
ষোল আনা বাঙ্গালী হ'—
সম্পূর্ণ বাঙ্গালী হ'
বিশ্ব মানব হবি যদি—
শাশ্বত্ বাঙ্গালী হ'॥

নাই রে ব্যবধান

সহায় খোদা ভগবান—
দশের কর্ম্মে মোদের প্রাণ
ব্রত লয়ে চল আয় মোয়া করি সবাই দান
চল আয় করি সবাই দান—
চল আয় করি সবাই দান।
মুসলমানের সেবায় হিন্দু কর রে জীবন দান
হিন্দুর উপকারে দে'রে মুসলমান তোর প্রাণ—
তাতে নাইরে অপমান—
মোদের ধর্ম্ম-গাঙ্গের চর ছাপিয়ে ছুটুক প্রেমের বান।
তাতে বাড়বে দেশের মান।
রাম রহিমের বিবাদ রচে রহিসনে অজ্ঞান—
যেই ভগবান সেই যে খোদা
নাই রে ব্যবধান—
শুধুই নামের ব্যবধান।
(মৈমনসিংহ, ১৯৩১)

বাংলা ভূমির মান

মোরা বাংলা ভূমির ব্রতচারী
বাংলা ভূমির মান।
বাংলা ভূমির জন-সেবায় জীবন মোদের দান ॥
এক তালেতে যাত্রা মোদের
এক স্বরেতে গান—
এক ডোরেতে যুক্ত মোরা করি বহুর প্রাণ ॥
আনব বটে জগৎ ঘুরে
দেশ-বিদেশের জ্ঞান,
তবু রাখব ঘরে' সমাদরে
বাংলা ভূমির দান !
বাংলা ভূমির দান
মোদের বাংলা ভূমির দান ॥

পূর্ণ স্বাস্থ্য ও পূর্ণ স্বরাজ

হও স্বচেত-বক্ষ
স্ব-মার্গ-লক্ষ্য
প্রতিষ্ঠ স্বভূমি-ছন্দে।
হও পূর্ণ-স্বাস্থ্য
হও পূর্ণ-স্বরাট
পর-ভূমি-ধারা বহিও না স্কন্ধে ॥

গঙ্গারাঢ়ী

পুরাকালে আর কোন জাতি বাহুবলে
বাঙালীর সমতুল ছিল না ভূতলে।
কাঁপিয়া তাদের ভয়ে পুরু-জয় শেষে
সেকেন্দরের* চমূ গেল ফিরে দেশে।
সাগরে মিলেছে হেথা গঙ্গার ধারা—
গঙ্গারাঢ়ীয় তাই নামে ছিল তারা।
রায়বেঁশে ঢালি কাঠি নৃত্যের তেজে
ছুটিত সমরভূমে বীর সাজে সেজে।
ঝুমুর বাউল জারি কীর্ত্তনে ব্রতী
গড়িত সবল কায়া সুন্দর মতি।
কৃষি শিল্পের শ্রমে উপজাত ধনে
ডিঙ্গা সাজাইয়া যেত সাগর ভ্রমণে।
বিবাহ পরব আর ব্রত উৎসবে
জাগাইয়া প্রাণে ঢেউ আনন্দ-রবে।
আলপনা গীতি আর নৃত্যের ছলে
মিলিত নারীর দল আঙ্গিনার তলে।
সতেজ সরল মন শরীর রচিয়া
গড়িত বীরের জাত শৌর্য্যে ভরিয়া।
ফিরায়ে আনিতে সেই গৌরব-ধারা
ব্রত উদ্‌যাপে যারা ব্রতচারী তারা।
বল ব্রতচারী কারা ?
বল ব্রতচারী কারা ?
(সেই) ব্রত উদ্‌যাপে যারা ব্রতচারী তারা ॥

(সিউড়ী, ১৯৩২)

---

*সেকেন্দর—গ্রীস দেশের ম্যাসিডন প্রদেশের অধিপতি দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার!

করব মোরা চাষ

[১]

সবাই করব মোরা চাষ
মোরা করব মাটির চাষ
মোদের চাষের জোরে ঠেলব দূরে
দুঃখ দৈন্য ব্যাধির বাস।
(করব মোরা চাষ—
সবাই করব মাটির চাষ)

[২]

মোরা রাখব না এ গ্লানি
হয়ে পুঁথিজীবি প্রাণী
গায়ে খাটা গেছি ভুলে
তাতেই এত হানি
(দেশের তাতেই এত হানি)
(দেশের তাতেই এত হানি)
মোরা ভূমির সেবা করে ব্রত
ঘুচাব এ পরিহাস
(করব মোরা চাষ—
সবাই করব মাটির চাষ)

[৩]

তাই বিধি মোদের বাম
ধরে ভদ্রলোকের নাম

শ্রমের হেলার দোষেই মোদের
উজাড় হল গ্রাম
(মোদের উজাড় হল গ্রাম)
(মোদের উজাড় হল গ্রাম)
সবাই কোদাল হাতে খেটে মোরা
ভাঙ্গব অলসতার ফাঁস
(করব মোরা চাষ—
সবাই করব মাটির চাষ)

[৪]

মোদের দেশের জল ও মাটি
মোরা রাখব পরিপাটি
রচব বাগান ঘরে ঘরে
কোদাল হাতে খাটি
(সবাই কোদাল হাতে খাটি)
(সবাই কোদাল হাতে খাটি)
ভ'রে ফুলে ফলে দেশের মাটি
নিরন্নতা করব নাশ
(করব মোরা চাষ—
সবাই করব মাটির চাষ)

[৫]

রোজ উঠে ভোরের বেলা
মোরা জুড়ব চাষের মেলা
ফুটবে দেহের স্বাস্থ্য
পেয়ে খোলা হাওয়ায় খেলা

(পেয়ে খোলা হাওয়ায় খেলা)
(পেয়ে খোলা হাওয়ায় খেলা)
তাজা তরকারী ফল ফলিয়ে মোরা
ফেলব ছিঁড়ে রোগের ফাঁস
(করব মোরা চাষ—
সবাই করব মাটির চাষ)

[৬]

ঐ যে গাছের ঘন ঝোপ
এরাই রোগের কামান তোপ
কেটে উজাড় করে এদের
করব রোগের লোপ
(মোরা করব রোগের লোপ)
(মোরা করব রোগের লোপ)
এনে ভগবানের আলো হাওয়া
খুলব গ্রামে স্বাস্থ্যাবাস
(করব মোরা চাষ—
সবাই করব মাটির চাষ)

[৭]

মোদের গ্রামের শতেক ভাই
যাদের দরদী কেউ নাই
তাদের পিছে ফেলে মোদের
স্বদেশ-পূজায় ছাই
(মোদের স্বদেশ-পূজায় ছাই)
(মোদের স্বদেশ-পূজায় ছাই)

গ্রামের দশের সেবায় লাগব মোরা
ভুলে গিয়ে ভোগ-বিলাস।
(করব মোরা চাষ—
সবাই করব মাটির চাষ)

[৮]

জাতির শক্তিরূপা নারী
করে' ভ্রান্ত বিধান জারি
তাদের অন্ধকারে রেখে মোরা
সব কাজেতেই হারি
(মোরা সব কাজেতেই হারি)
(মোরা সব কাজেতেই হারি)
করে' মাতৃজাতির মুক্তি বিধান
খুলব মোদের গলার ফাঁস।
(করব মোরা চাষ—
সবাই করব মাটির চাষ)

[৯]

হোক বাঙ্গালী কি শিখ
সবার শিক্ষা লাভে ধিক্
সেজে ভেড়ার বেশে বেড়ায় যারা
চাকরি করে ভিক্
(শুধু চাকরি করে ভিক্)
(শুধু চাকরি করে ভিক্)

ক'রে ধনোৎপাদন ব্রত মোরা
চাকুরি-মোহ করব নাশ।
(করব মোরা চাষ—
সবাই করব মাটির চাষ)

[১০]

ত্যজি অলসতার লেশ
পরব ব্যবসায়ীর বেশ
খুলে কারখানা কল করব দেশের
দৈন্য দশার শেষ
(দেশের দৈন্য দশার শেষ)
(দেশের দৈন্য দশার শেষ)
মোরা মানুষ হয়ে উঠলে মোদের
কাড়বে না কেউ মুখের গ্রাস।
(করব মোরা চাষ—
সবাই করব মাটির চাষ)

[১১]

ভুলি' হিন্দু-মুসলমান
করব ভ্রাতৃ-স্নেহ দান
একই মায়ের দেওয়া মোদের
দুই ভাইয়েরই প্রাণ
(মোদের দুই ভাইয়েরই প্রাণ)
(মোদের দুই ভাইয়েরই প্রাণ)

মোরা ভ্রাতৃবিবাদ বেঁধে দেশের
করব না আর সর্ব্বনাশ
(করব মোরা চাষ—
সবাই করব মাটির চাষ)

[১২]

মোরা শপথ নিলাম আজ
ছেড়ে হিংসা বিবাদ সাজ
এক জোটেতে মিলে সবাই
করব দেশের কাজ
(সবাই করব দেশের কাজ)
(সবাই করব দেশের কাজ)
স্বদেশ প্রেমের বানে ভাসিয়ে দেব
ভারত ভূমির সকল ত্রাস
(করব মোরা চাষ—
সবাই করব মাটির চাষ)

(হাওড়া, ১৯২৭)

বাংলা-প্রেম (ধামাইল)

বাংলাভূমির প্রেমে আমার প্রাণ হইল পাগল
আমি বাংলা-প্রেমে ঢাইলমু আমার দেহ মনের বল গো—
মাটির গড়ন ভূমি রে ভাই, মিলে সকল ঠাঁই—
এমন সোনার ভূমির মতন ভূমি কোথায় গেলে পাই গো।
না জানি ভাই, বাংলা ভূমি কি যে যাদু জানে—
ওগো চিনিলে তায় চাইবে না আর আন ভূমির পানে গো।
ক্ষতি কিছু নাই গো তাতে আমি যদি মরি
ওগো বাজাইয়া জীবনে আমার বাংলার বাঁশরী গো॥

(কলিকাতা, ১৯৩৬)

আমরা সবাই অভিন্

আমরা সবাই অভিন্—
(রে ভাই) আমরা সবাই অভিন্।
আমরা এই চেতনায় জগৎ জুড়ে
আন্‌ব জীবন নবীন—
(রে ভাই) আনব জীবন নবীন।
ভেদ বিচারের দ্বন্দ্ব-মোহ করব মোরা চূর্ণ—
শান্তিসুধায় সব মানুষের করব জীবন পূর্ণ—
(মোরা) করব জীবন পূর্ণ।
হব বয়সে যতই প্রবীণ
ততই বন্‌ব মনে নবীন—
ততই বন্‌ব মোরা নবীন
রেখে মন চেতনায় অভিন্
(রে ভাই) আমরা চির-অভিন্—
(রে ভাই) আমরা চির নবীন ॥

সাঁতার সঙ্গীত

(আমরা) ধারি না ধার অলসতার, খেলি সুখের সাঁতার,
(আমরা) মারিব ডুব হইব পার, নদনদী, পাথার।
ঝলকি ঝল্ নাচিছে জল—ঝাঁপিয়ে পড়ি চল
জাগিবে ভুখ, ফুলিবে বুক, বাড়িবে দেহে বল।
উঠিছে ঝড় কড়কি কড় স্বনে আকাশে বাজ,
প্রলয় বায় ঢেউ মাতায় অতল সিন্ধু মাঝ।
তরণী যায় উলটি বায় নাহি পরাণে ডর—
দিব সাঁতার হইব পার করি সাহসে ভর।
(আমরা) করি না ভয় ঝড় প্রলয়, নাচে তালে হৃদয়—
(আমরা) মারিব ডুব, দিব সাঁতার, করিব মৃত্যু জয়!

(সিউড়ী, ১৯৩২)

জয় ভারত

জয় ভারতের চির-লক্ষ্যের
জয় ভারতের স্থির ঐক্যের
জয় ভারতের দৃঢ় প্রাণের
জয় ভারতের গূঢ় জ্ঞানের
জয় জয় জয়, জয় জয় জয়,
ভারতের জীবনের অবদানের।

ব্রতচারী গ্রাম *

ব্রতচারী গ্রাম, মোদের ব্রতচারী গ্রাম!
আলোয় উজল স্নিগ্ধ সুজল মধুর প্রাণারাম!
হেথা পাখী ডাকে শাখে শাখে, ফুলে ফলে মেলা;
ছায়ায় খেলে রাখাল ছেলে নিঝুম দুপুর বেলা,
হেথা শ্যামল মাঠের বিতান সাজায় স্বরগ-শোভার ধাম,
আলোয় উজল স্নিগ্ধ সুজল মধুর প্রাণারাম।
হেথা জেগে উঠে চেতনা যা প্রাণের তলে সুপ্ত,
পিতৃভূমির পুণ্য ধারা প্রায় হ'ল যা লুপ্ত
কর্ম্মে ও আনন্দে হেথা মিলন অবিরাম,
আলোয় উজল স্নিগ্ধ সুজল মধুর প্রাণারাম॥
হেথা পল্লীতে ও নগরে হয় সমন্বয়ের সৃষ্টি,
ধর্ম্মে ও বিজ্ঞানে মিলে ফলে অতুল কৃষ্টি,
হেথা জীবন ভরে সহজতায়, শরীর হয় সুঠাম,
আলোয় উজল স্নিগ্ধ সুজল মধুর প্রাণারাম।
হেথায় এসে বাংলাবাসী পাবে নবীন প্রাণ,
ভারতবাসী হেথায় এসে হবে অভিন্-প্রাণ,
হেথা—শান্তিকামী জগত হবে পূর্ণ-মনস্কাম,
আলোয় উজল স্নিগ্ধ সুজল মধুর প্রাণারাম॥
(ব্রতচারী গ্রাম, ১৯৪১)

---

* গুরুজীর শেষ রচনা। পরলোকগমনের কয়েক দিন পূর্ব্বে গুরুজী গানটি নূতন রূপে পরিসমাপ্ত করেন।

লোক গীতি

বাউল, জারি, কাঠি, ঝুমুর প্রভৃতি লোকনৃত্যের প্রত্যেকটির সঙ্গে তার আনুষঙ্গিক লোক-গীতি গাওয়ার প্রথার প্রচলন আছে। ঐ সকল গানের অনুষঙ্গ বিনা ঐ লোকনৃত্যগুলির অঙ্গ-ভঙ্গ হয়। আবার তেমনি প্রত্যেকটির আনুষঙ্গিক নৃত্য বাদ দিয়ে শুধু সুর-সহযোগে গীতগুলি গাইলে সেই সঙ্গীত ভগ্নাঙ্গ, অপূর্ণ ও ভগ্নরস হয়ে পড়ে। এই সকল লোকনৃত্যের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এদের প্রত্যেকটির আনুসঙ্গিক লোকগীতিগুলি পল্লীবাসীদের মুখ থেকে শুনে আমি নিজে সংগ্রহ করেছি। সেই সংগ্রহের সম্পূর্ণ প্রকাশের স্থান এ নয়। এখানে আমার সংগ্রহ থেকে প্রথম শিক্ষার্থীদের উপযোগী সহজ সুর ও ভাবের কয়েকটি গান ছাপানো হল।

জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন করতে হলে জাতির প্রত্যেক নরনারীর ও প্রত্যেক বালক-বালিকা যাতে করে জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি আবহমান ধারার সঙ্গে পরিচয় ও সংযোগ স্থাপন করতে পারে, এবং সেই সাংস্কৃতিগত মনোভাব, আচরণ ও কলাচর্য্যাকে নিজের জীবনে ওতপ্রোতভাবে প্রবাহিত করে নিতে পারে তার ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। এতে করে জাতির জীবনে যেমন পারস্পরিক ঐক্য ভাব ও অধিজাতীয়তার গৌরব জাগিয়ে তোলা যায় তা অন্য কোন প্রকারে সম্ভব নয়। দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সারল্য, সহজতা, সৌহার্দ্দ্য ও সাম্যভাব জাগিয়ে তোলবারও ইহা একটি অদ্বিতীয় উপায়। এই কারণে লোকনৃত্য ও লোকগীতির চর্চ্চা অধিজাতীয় জীবনগঠনের পক্ষে যে একটি অপরিহার্য ও অমূল্য উৎপাদন তা উপলব্ধি করে বাংলার লোকগীতি ও লোকনৃত্যের চর্চ্চা বাংলার প্রত্যেক ব্রতচারী ও ব্রতচারী সঙ্ঘের কৃত্যরূপে নির্দ্ধারিত করা হয়েছে।

—গুরুসদয় দত্ত

কাঠি নৃত্যের বোল

মাদল বাজনা ও উহার বোল :—

(১) ধাতিন্ তাং ধাতিন্ তাং
ধাতিন্ তাতাক্ ধাতিন্ তাং
তাক্‌তা ধাতিন্ ধাতিন্ তাং
তাতাক্ ধাতিন্ ধাতিন্ তাং

(২) ধাতিন্ তাতাক্
তিন্‌দা ধাতিন্ তাং তাং।

কাঠি নৃত্যের গান

[১]

কাঠিনাচ করিতে সবে রে,
ভাইরে ভাইরে, না করিও হেলা,
কিবে না করিও হেলা,
সকল খেলার বড় খেলা রে—
ওরে মোদের ভাই,
কাঠিনাচের খেলা—
কিবে কাটিনাচের খেলা ॥
কাঠি সামালো রে ভাই কাঠি সামালো—
চোখে মুখে লাগে যদি রে
ওরে মোদের ভাই
নাম দোষ নাই -
সবে কাঠি সামালো ॥

[২]

বাবুদের বাড়ীতে হায়রে হায় কিবে
শঙ্খ-চিলের বাসা—
কিবে শঙ্খ-চিলের বাসা
ছোঁ মেরে নিয়ে গেল রে
ওরে মোদের ভাই
মনে রইল আশা—
কিরে মনে রইল আশা ॥

জারি নৃত্যের গান

ডাক

[১]

আরে ভালো ভালো ভালোরে ভাই
আরে ও আহা বেস ভাই।
আমরা আল্লার নামটি লইয়ারে ভাই
আমরা নাইচা নাইচা সভায় যাই
আরে শোন ক্যান্ শোন ক্যান্ মোমিন ভাই
আমরা বেয়াদপির মাপটি চাই ॥
ঐ যে তিলেতে তৈল হয় দুধে হয় দই—(বয়াতি)
ঐ যে ধানেতে তৈয়ার হয় মুড়ি চিড়া খই—(সকলে)
ঐ যে—বেশ বেশ বেশ ভাই—(বয়াতি)
সাবাস্ সাবাস্ সাবাস্ ভাই—(সকলে)
সাবাস্ সাবাস্ সাবাস্ ভাই—(বয়াতি)
বেশ বেশ বেশ ভাই—(সকলে)

---

* গ্রন্থকারের নিজের রচিত একটি জারি গান নিম্নে উদ্ধৃত করা হইলঃ
বন্দনা সারিয়া আমরা গাইব জারির গান
কারবালার কাহিনীর দুঃখে বিদরে পরাণ ॥

বেশ ভাই (বয়াতি), সাবাস ভাই—(সকলে)
সাবাস্ ভাই (বয়াতি), বেশ ভাই—(সকলে)
সাবাস্ গো (বয়াতি), বেশ গো—(সকলে)
চুপ কর ভাই (বয়াতি), সবুর—(সকলে)
ঐ যে মৌমাছিরা বলে মোরা চৌদিকেতে ধাই—(বয়াতি)
ঐ যে ভুরে (ভোরে) উঠি কত দৌড়ি ফুল যেথায় পাই—(সকলে)
ঐ যে কি যতনে রাখি মধু মুমেরি (মোমেরি) কুঠায়—(বয়াতি)
ঐ যে কি কৌশলে করি ঘর কে দেখিবি আয়—(সকলে)
ঐ যে বেশ বেশ ভাই—ইত্যাদি।

ঐ যে সবুজ বরণ ঘাস পাতা লাল শিমূল ফুল
ঐ যে হলুদ-বরণ পাকা কলা কালো মাথার চুল
ঐ যে বেশ বেশ বেশ ভাই—ইত্যাদি।

জারি নৃত্যের বয়াত

[২]

সভা কইরা বইস ভাইরে
হিন্দু মুসলমান।
বন্দনা সারিয়া আমি
গাইমু জারির গান॥
মুসলমান ভাইদের
জানাই মোর সালাম।
হিন্দু ভাইদের আমি
করি গো পেন্নাম॥

আল্লার নামে বাইন্দা ঘর
রসুলের নামে ছাইও।
সেই ঘরের মাঝে বান্দা
সুখে নিদ্রা যাইও ॥
মুসলমান বলেন খোদা
হিন্দু বলেন হরি।
মনে ভাইবা দেখ ভাইরে
দুই নামেতেই তরি ॥

[৩]

তাইরিয়া নাইরিয়া গো
নাইরিয়া নারে নার ;
তাইরিয়া নাইরিয়া গো
নাইরিয়া নারে নার—
তাইরিয়া নাইরিয়া— — — —
নারে নারে নারে নারে রে—এ—এ
ফুলের ভারে গো ভারে
ফুলের ভারে ডাল পড়ে আলিয়া ;
আরে ও ও ফুলের ভারে গো ভারে ইত্যাদি
ও কি বেশ বেশ—
নিশাকালে ফুটে ফুল নীহর (শিশির) লাগিয়া—
ভোমরা না করে রুদন (রোদন) মধুর লাগিয়া রে-এ-এ
ফুলের ভারে গো ভারে ফুলের ভারে ডাল পড়ে আলিয়া॥

[৪]

আরে ও ও হানিফ আইস গো আইস
আইস লয়ে মদিনার বারি ;
(ও কি বেশ বেশ)
ভাইএর শুকে (শোক) জান্ দিব গলায় দিব ছুরি—
আইসরে মদিনার লুক (লোক) গলায় গলায় মিলি রে-এ-এ
হানিফ আইস গো আইস, আইস লয়ে মদিনার বারি ॥

ঝুমুর নৃত্যের গান

(মাদল বাজনা—কাঠি নৃত্যের মাদল বাজনার মত
এবং "ধাতিন্ তাতাক্, তিন্ধা ধাতিন্ তাং তাং।")

আগা ডালে ব'স কোকিল
মাঝ ডালে বাসা রে—
ভাঙ্গিল বিরিখির (বৃক্ষ) ডাল
জীবনে নাই আশা রে।
অকালে পুষিলাম পাখী
ঘিরৃত মধু দিয়া রে—
স্থকালে পলাইলেন্ পাখী
দারুণ শেল দিয়া রে।
অকালে পুষিলাম পাখী
খুদ কুঁড়া দিয়া রে—
স্থকালে পলাইলেন্ পাখী
দারুণ শেল দিয়া রে।
হেনু ব্রেনু রামে কয়
বহুত মিলানি রে—
স্থকালে পলাইলেন্ পাখী
দারুণ শেল দিয়া রে।

(২)

জালি মাছে জাল টানে; পুঁটি মাছে গীত গায়
টেংরা মাছে সারিন্দা বাজায়—
দেখ মাঝি ভাই—ভাঙ্গা নৌকা চালাইয়া দরিয়ায়।

গ্রন্থকারের নিজের রচিত ঝুমুর নৃত্যের একটি গান নিম্নে প্রদত্ত হল
হাতে হাতে ধরাধরি তালে তালে পা রে।
হেসে খেলে নেচে ভুলি ভয় আর ভাবনা রে।

বাউল নৃত্যের গান * *

[বাজনা—গাব-গুবা]

হ'ল মাটিতে চাঁদের উদয়
কে দেখবি আয়—
এমন যুগল চাঁদ কেউ দেখিস নাই—
দেখ্‌সে নদীয়ায়।
তোরা কে দেখবি আয়,
তোরা কে দেখবি আয়।
এমন যুগল চাঁদ কেউ দেখিস নাই—
দেখ্‌সে নদীয়ায়।
অকলঙ্ক অনুরাগ হৃদে পুরা
ধন মান তেয়াগি ডোর কৌপীন পরা ;
আছে ভগবানের নামে আঁখি জলে ভরা
আবার আপনি কাঁদিয়ে গোরা জগৎ কাঁদায়।
হেরিয়া গৌরাঙ্গের মুখশশী
লাজে গগনের চাঁদ পড়ে খসি ;
এ চাঁদ ষোল কলা পূর্ণ দিবানিশি—
হেরি ভরে হৃদয় মন আনন্দ সুধায়।

সারি গান

[১]

ও কাইয়ে * ধান খাইল রে
খেদানের মানুষ নাই ;
খাওয়ার বেলায় আছে মানুষ—
কামের বেলায় নাই—
কাইয়ে ধান খাইল রে ॥

---

* * বাউল নৃতের মূল গানটির অল্প পরিবর্ত্তন করা হয়েছে।

ওরে হাত পাও থাকিতে তোরা
অবশ হইয়া রইলি ;
কাইয়ে না খেদাইয়া তোরা
খাইবার বসিলি—
কাইয়ে ধান খাইল রে ॥

ওরে ও পাড়াতে পাটা নাই পুতা নাই
মরিচ বাটে গালে ;
তারা খাইল তাড়াতাড়ি
আমরা মরি ঝালে—
কাইয়ে ধান খাইল রে।
তারে না না রেনা নারে
তারে নারে রে
তারে না না রেনা নারে
তারে নারে রে
কাইয়ে ধান খাইল রে ॥
আরে হিও—হিও—হিও। (দুইবার)
আ-ব্া-ব্-ব্-ব্-ব্-ব্-ব্-ব্-ব্ !

[২]

দেওয়াল্যা ১ বানাইলা মোরে সাম্মানের ২ মাঝি—ই—
চাঁদ-মুখে মধুর হাসি, (দাদা) চাঁদমুখে মধুর হাসি।
বাহার মাইর‍্যা যার গোই৩ সাম্মান রে, দাদা—
না মানে উজান-ভাটি, (দাদা) না মানে উজান-ভাটি।
দেওয়াল্যা বানাইলা মোরে সাম্মানের মাঝি ॥
কুতুবদিয়ার পশ্চিম ধারে সাম্মান-আলার ঘর ;
লালবাওটা৪ তুইল্যা দিছে সাম্মানের উপর।
বাহার মাইর‍্যা—ইত্যাদি।

১—দেউলিয়া
২—সাম্পান নৌকা
৩—যায় গো ঐ
৪—পাল

কৌতুক গীতি

ব্রতচারীর জীবনের আদর্শ একদিকে যেমন জ্ঞান ও সত্যের গভীর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং চরিত্রের দৃঢ়তার ও কর্ম্মের শ্রমের এবং সেবার কঠোর সাধনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও অনুপ্রাণিত, তেমনি আবার আনন্দের অনাবিল ধারা জীবনে প্রতিনিয়ত প্রবাহিত করবার জন্য তাতে নির্মল ক্রীড়া-কৌতুকের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে; এবং বাল্য যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য নির্বিশেষে, সকল বয়সেই এই বালসুলভ ক্রীড়া-কৌতুকের সহজ আনন্দকর ও অফুরন্ত লহরী ব্রতচারীর জীবনকে নিয়ত তরঙ্গায়িত করে' তার প্রাণকে চির-সজীব ও চির-নবীন করে রাখে। সুতরাং নির্মল কৌতুক-গীতিও ব্রতচারী-সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট বিভাগ।

আমার রচিত কয়েকটি—ব্রতচারী কৌতুক-গীতি ছাপানো হল।

চৈত্র, ১৩৪০

গুরুসদয় দত্ত

হা-খে-না-খা

হ'য় আ'কার আর 'স' ভাইরে 'হ'য় আ'কার আর 'স'—
চেষ্টা করে নিত্য একটু হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—স !
'খ'য় এ'কার আর 'ল' ভাইরে 'খ'য় এ'কার আর 'ল'—
চেষ্টা করে নিত্য একটু 'খ'য় 'এ'কার আর 'ল' !
'ন'য় 'আ'কার আর 'চ' ভাইরে 'ন'য় 'আ'কার আর 'চ'—
চেষ্টা করে নিত্য একটু 'ন'য় 'আ'কার আর 'চ' !
'খ'য় আ'কার আর 'ট' ভাইরে 'খ'য় 'আ'কার আর 'ট'—
চেষ্টা করে নিত্য 'ক'সে 'খ'য় 'আ'কার আর 'ট' !
'বঁ'য় 'আ'কার আর 'চ' ভাইরে 'বঁ'য় 'আ'কার আর 'চ' !
হেসে খেলে নেচে খেটে 'বঁ'য় আকার আর 'চ' !

হা-না-বা

হা-হা-হা স
হা-হা-হা স
ভাবনা ও ভীতি না-আশ ;
ভুলি ভেদ ভাল-বা-আস
হা-হা-হা হা-হা-হা স !
বিঘ্ন বিপদে
হা-হা-হা স—
পরাজয়ে জয়ে
হা-হা-হা স—
শাস্তি-গ্রহণে
হা-হা-হা স—
ভার-তি বহনে
হা-হা-হা স—
রোগ শোক তাপ ত্রা-আস
হেঃ—হে-হে-সে না-আশ ।

হবু-জবু

[১]

হবুচাঁদ নামক এক রাজার ছিল জবুচাঁদ নামক এক উজির ;
জবুচাঁদ উজির রাখতেন হিসাব হবুচাঁদ রাজার পুঁজির।
হবুচাঁদ রাজা খেতেন পায়েস ছানা গুড় আর সুজির ;
হবুচাঁদ রাজার পায়েসের হিসাব রাখতেন জবুচাঁদ উজির।

[২]

হবুচাঁদ নামক এক রাজার ছিল গবুচাঁদ নামক এক গায়ক।
হবুচাঁদ রাজার সভামাঝে ছিলেন গবুচাঁদ গানের নায়ক।
গবুচাঁদ গায়কের গৎগুলি ছিল এত গদ-গদ-ভাব-প্রদায়ক—
(যে) হবুচাঁদ রাজা হাই তুলে বলতেন "বলিহারি, গবুচাঁদ গায়ক !"

[৩]

হবুচাঁদ নামক এক রাজার ছিল নবুচাঁদ নামক এক নাজির ;
হবুচাঁদ রাজার হুকা হাতে নবুচাঁদ নতশিরে থাকতেন হাজির।
হবুচাঁদ রাজার হবে জিৎ কি হার ঘোড়দৌড়েতে বাজির
নবুচাঁদ নাজির বলে দিতেন তা' পাল্‌টে পাতা পাঁজির।

[৪]

হবুচাঁদ নামক এক রাজার ছিল ভবুচাঁদ নামক এক ভৃত্য ;
হবুচাঁদ রাজার সভাতলে নিত্য ভবুচাঁদ করতেন নৃত্য।
হ'তো যদি কভু বদ্-হজমে বিষণ্ণ হবুচাঁদ রাজার চিত্ত—
ভবুচাঁদ ভৃত্যের হাত ধরে হবুচাঁদ করতেন ধেই ধেই নৃত্য॥

[৫]

হবুচাঁদ নামক এক রাজার ছিল ডবুচাঁদ নামক এক ড্রাইভার ;
ডবুচাঁদ করতেন হবুচাঁদের কাজ মোটর-কার চালাইবার।
হবুচাঁদ যখন করতেন আদেশ কাঁচরাপাড়ায় যাইবার—
ডবুচাঁদ গাড়ী হাঁকিয়ে যেতেন "বোলান পাস্" কি "খাইবার"॥ *

---

* ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুইটি পার্ব্বত্য পথের নাম।

শিক্ষা বলি কাকে ?

(গান)

মোরা শিক্ষা বলি কাকে ?
পরীক্ষা দিয়ে ভিক্ষা করা চাকরী ঝাঁকে ঝাঁকে,—
মোরা শিক্ষা বলি তাকে !

মোরা শিক্ষা বলি কাকে ?
এই পরের উপর হুকুম ঝেড়ে নবাবী করাকে ;
আর ঐ ঘিভাত খেয়ে ভুঁড়ি গজিয়ে ভদ্র বনাটাকে ॥
মোরা শিক্ষা বলি তাকে !*

এই গতর খাটে যারা তাদের ঘেন্না করাটাকে ;
আর ঐ ধনোৎপাদনকারীদের ছোট ভাবাটাকে ॥
এই অর্থ না বুঝেও পুঁথি মুখস্থ করাকে ;
আর ঐ পরীক্ষায় তা আউড়ে দিয়ে ডিগ্রী পাওয়াটাকে ॥
এই উপার্জ্জনের আগে বংশ বৃদ্ধি করাটাকে ;
আর ঐ ঘরে বসে ধ্বংস করা বাপের অন্নটাকে ॥
এই পুকুর ডোবা নদী নালা পানায় ভরাটাকে ;
আর ঐ ঝোপ জঙ্গলে আলো হাওয়া বন্ধ করাটাকে ॥

---

* পরবর্ত্তী প্রত্যেক দুই লাইনকে এই প্রণালীতে গাইতে হয়।

এই পুরুষ জাতের শতেক দোষে চক্ষু বোজাটাকে ;
আর ঐ মেয়ের বেলা স্বল্প দোষে শাস্তি বিধানটাকে ॥
এই মিহি স্বরে নাকি গলায় গানের ধরণটাকে ;
আর ঐ পৌরুষের ভাব ছেড়ে কচি সংসদ হওয়াটাকে ॥
এই মুর্খ হলেও জাতের জোরে বড়াই করাটাকে ;
আর ঐ ভোট-লালসায় হিন্দু-মোসলেম লড়াই সৃষ্টিটাকে ॥
এই পা ফাঁক করে সিগ্রেট টেনে সাহেব বনাটাকে ;
আর ঐ মাতৃভাষায় লিখতে বলতে ভুলে যাওয়াটাকে ॥
এই নেচে গেয়ে আনন্দলাভ লজ্জা করাটাকে ;
আর ঐ পরের নৃত্য দেখে মনে কুভাব আনাটাকে ॥
এই হয় যদি কেউ বড় তবে হিংসা করাটাকে ;
আর ঐ দীন দরিদ্রের দুঃখে শুধু কথায় কান্নাটাকে ॥
এই গরীব লোকের দিকে ঘৃণার চক্ষে চাওয়াটাকে ;
আর ঐ ধনী হ'তে পার্‌লে বেজায় দেমাক করাটাকে ॥
এই বক্তৃতার আসরে বিশ্ব বিজয় করাটাকে ;
আর ঐ কাজের বেলা ঘুঘু বনে পিছু হটাটাকে ॥
এই নামের গোড়ায় খেতাব জুড়ে জাঁকে ভরাটাকে ;
আর ঐ পথে হাঁটা ছেড়ে মোটর গাড়ী চড়াটাকে ॥
এই বিদেশীদের হাতে দেশের ব্যবসা ছাড়াটাকে ॥
এই হাল চষা আর কোদাল ধরায় ঘেন্না করাটাকে ;
আর ঐ মনুষত্ব ভুলে পরের পদলেহনটাকে ॥
এই পুরুষ নারীর জন্য পৃথক কানুন বিধানটাকে ;
আর ঐ মানুষে মানুষে জাতের বিভেদ রচাটাকে ॥
এই মায়ের জাতির দিকে পশুর চক্ষে চাওয়াটাকে ;
আর ঐ ঘোমটা টেনে অন্ধ করা ভগ্নী, বৌ আর মাকে ॥

এই স্ত্রীকে ঘরে বন্ধ রেখে স্ফূর্তি করাটাকে ;
আর ঐ স্ত্রীকে ঘরে ফেলে ক্লাবে টেনিস্ খেলাটাকে ॥
এই গরীব লোকের রক্তশুষে ধনী হওয়াটাকে ;
আর কাজ না করে পরের কাজে বাধা দেওয়াটাকে ॥
এই পূজোর মন্ত্র আওড়ানোকে পুণ্যি ভাবাটাকে ;
আর ঐ ছোঁয়াছুঁয়ির ভণ্ডামিকে ধর্ম্ম বলাটাকে ॥
এই বিয়ে দিয়ে খেয়ে দেওয়া ছেলের মাথাটাকে ;
আর ঐ কন্যাদায়ীর ঘাড় ভেঙ্গে পণ আদায় করাটাকে ॥
এই শঙ্খ ঘণ্টা বাজানোকে ধর্ম্ম ভাবাটাকে ;
আর ঐ ফোঁটা-তিলক টেনে ফাঁকে মুরগী-ভোজনটাকে ॥
এই বাগ্‌দী রেখে প্রজা সমাজ জব্দ করাটাকে ;
আর ঐ পরকে পায়ে পিষে নিজে বড় হওয়াটাকে ॥
এই চক্ষু বুজে নমাজ পড়া, মন্ত্র জপাটাকে ;
আর ঐ মনে একটা ভেবে মুখে আর একটা বলাকে ॥
এই হাত গুটিয়ে অলস হ'য়ে নুলো বনাটাকে ;
আর ঐ প্রাণ বাঁচাতে পশ্চিমা কি গুর্খা রাখাটাকে ॥
এই রায়ত শুষে খাজনা ক'ষে আদায় করাটাকে ;
আর ঐ কল্‌কাতাতে বসে তাহা খরচ করাটাকে ॥
এই হাকিম হয়ে চোখ রাঙ্গিয়ে হুকুম ঝাড়াটাকে ;
আর ঐ উকিল মোক্তার বেশেতে মক্কেলের ঘাড় ভাঙ্গাটাকে ॥
এই উপাধি পদবীর লোভে পাগল হওয়াটাকে ;
আর জীবনটা খিচুড়ী করে নষ্ট করাটাকে !

"বাংলা দেশ"

গঙ্গাতে আর ব্রহ্মপুত্রে কোন্ দেশেতে সমাবেশ .
কোন্ দেশে তটিনীর জনম ধবল গিরির শিখর দেশ
কোন্ দেশেতে পদ্মা বহে ধরে ভীষণ প্রলয় বেশ ?
সে যে মোদের মাতৃভূমি, পূণ্যভূমি বাংলা দেশ !
কোন্ দেশেতে কোকিল-কূজিত—কুঞ্জকুটীর মুখরি ?
ধ্বনিয়াছিল জয়দেবের গীতগোবিন্দ লহরি ?
কৃত্তিবাস আর কাশীদাসের গান কোথা দেয় জ্ঞানোন্মেষ ?
সে যে মোদের মাতৃভূমি, পূণ্যভূমি বাংলা দেশ !
কোন্ প্রদেশের অতীত যুগে আখ্যা ছিল গঙ্গারাঢ়,
যার ভয়েতে ফিরে গেল দিগ্বিজয়ী সেকন্দার,
কোন্ দেশ হ'তে শশাঙ্ক আর ধর্ম্মপালের সৈন্যদল
করেছিল হেলায় বিজয়ী আসমুদ্র হিমাচল ;
কোন্ দেশে প্রতাপাদিত্য দেখিয়েছিল শৌর্য্য তার,
কোন্ দেশের বিজয়ী সিংহ লঙ্ঘিল সিংহলের দ্বার ;
কোন্ দেশে "রায়বেঁশে" সেনা নাচ্ ত ক'রে সমর শেষ ?—
সে যে মোদের মাতৃভূমি, পূণ্যভূমি বাংলাদেশ !
কোন্ দেশ হ'তে সুরেশ বিশ্বাস গিয়েছিল ব্রাজিলে ?
শত্রু শিবির কাঁপ্ত যাহার সমরভেরী বাজিলে ;
রাণী ভবশঙ্করী কোন্ দেশে বধি' শত্রুদের
লভেছিল "রায়বাঘিনী" আখ্যা সভায় আক্‌বরের,
সীতারাম আর রাজা গণেশ, চাঁদ, কেদার দিব্বোক্ আর ভীম
কোন্ দেশেতে রেখে গেল মহিমা অপরিসীম,
কোন্ দেশেতে আলিবর্দ্দি ছেড়ে আরাম সৌধাবাস
করেছিল কঠোর সমর বিনাশিতে বর্গী ত্রাস ;

মোহনলাল আর মীর মদন গর্জ্জিল ধ'রি শমন বেশ ?
সে যে মোদের মাতৃভূমি, পূণ্যভূমি বাংলা দেশ !
কোন্ দেশেতে জন্মেছিল চণ্ডীদাস আর রামীর প্রেম
পঙ্কমলিন সমাজদেহে পূণ্যছটার রজত হেম
কোন্ দেশে গৌর নিতাই গেয়ে প্রাণ মাতানো ভাবের গান
বইয়ে দিল পাপীর হিয়ায় পূণ্যতোয়া প্রেমের বান
কোন্ দেশে রামমোহন দেখে' সহমৃতা সতীর মুখ
ধরেছিল জীবন ব্রত দূর করিতে নারীর দুখ ;
কেশব নিল ব্রহ্মব্রত, দেবেন্দ্র মহর্ষি বেশ ?
সে যে মোদের মাতৃভূমি, পূণ্যভূমি বাংলা দেশ !
দেউল গড়েছিল কোথায় শ্যামারূপার ইছাই ঘোষ,
রঙ্গমঞ্চে অমর কোথায় গিরিশ ঘোষ আর অমৃত বোস্ ;
মুকুন্দ, ঘনরাম, মাণিক, ভারতচন্দ্র কোন্ দেশে ;
ধর্ম্ম মঙ্গল কবি কঙ্কণ রচ্‌ল কাব্য সন্দেশে ;
বিহারীলাল, গোবিন্দ দাস, রামপ্রসাদের করুণ সুর
শুনি আবেগ ভরে' নাচে কোন্ দেশেতে মনময়ূর
কোন্ দেশ হ'তে সার্ব্বভৌম প'ড়তে গিয়ে মিথিলায়
কণ্ঠে পুরে ন্যায়বারিধি এনেছিল নদীয়ায় ;
রঘুনন্দন, রূপসনাতন নবীন যুগের উন্মেষে
স্মৃতির পটে এঁকে গেল জ্ঞানের ছবি কোন্ দেশে,
রঘুনাথের যুক্তিতড়িৎ কর্‌ল তর্ক-তিমির শেষ ?
সে যে মোদের মাতৃভূমি, পূণ্যভূমি বাংলা দেশ !
বইয়ে দিল মহসিন্ কোথায় বৃত্তিধারায় বিত্ত তার,
মুসলমান আর হিন্দু কোথায় স্মৃতি পূজে ঈশাখাঁর ?

রামতনু কৃষ্ণদাস পাল আর গুরুদাসের জীবনে
বিদ্যাসনে বিনয় কোথায় মিশ্‌ল মধুর মিলনে,
রাসবিহারী তারকনাথ আর আশুতোষের স্বার্থত্যাগ
কোন্ দেশেতে বাড়িয়ে দিল শিক্ষাব্রতীর অনুরাগ ;
কোন্ দেশেতে বিদ্যাসাগর মায়ের আলিংগনোৎসুক,
দিয়েছিল হেলায় পাড়ি দামোদরের ভরা বুক ;
ঘুচিয়েছিল বাল বিধবার মলিন মুখের গভীর ক্লেশ ;
সে যে মোদের মাতৃভূমি, পূণ্যভূমি বাংলাদেশ !
কোন্ দেশে বঙ্কিমের বীণার অমৃতসিঞ্চিনী তান
সঞ্চারিল ভাবে ভাষায় নবযুগের অভিযান ;
মধু দ্বিজেন হেম নবীন আর রবীন্দ্রের অঞ্জলিদান
কোন্ দেশেতে বইয়ে ছিল মরাগাঙ্গে ভরা বান ;
সত্যেন্দ্রনাথ, রজনীসেন সইল' গেয়ে অসীম ক্লেশ ?
সে যে মোদের মাতৃভূমি; পূণ্যভূমি বাংলাদেশ !
কোন্ দেশেতে অমর হ'ল স্বর্ণময়ী রাণীর দান ;
জাহ্নবী বিন্দুবাসিনীর অতুল চরিতোপাখ্যান ;
কোন্ দেশেতে তরুদত্ত চন্দ্রাবলী আর খনা
ব্যাকুল হিয়ায় করেছিল বীনাপাণির বন্দনা ;
কোন্ দেশে সরোজনলিনীর সতীলক্ষ্মী নারীর দল
নেমেছিল সমাজ সেবায় কর্মতেজে সমুজ্জল ;
কোন্ দেশের প্রতিমার উপর সরোজিণী নাইডু বেশ ?
সে যে মোদের মাতৃভূমি, পূণ্যভূমি বাংলাদেশ !
কোন্ দেশে রামকৃষ্ণ বসে' ছায়ায় দক্ষিণেশ্বরে,
জ্বালিয়ে দিল বহ্নিশিখা বক্ষে বিবেকানন্দের ;

কোন্ দেশে সুরেন্দ্রনাথ আর চিত্তদাসের আত্মদান
করেছিল ইতিহাসে নবযুগের প্রতিষ্ঠান ;
কোন্ দেশে জগদীশ করে' গুপ্ত দুয়ার উদ্ঘাটন
জগৎসভায় করল প্রকাশ তৃণের জীবনীস্পন্দন ;
রাসায়নিক প্রফুল্ল রায় পড়ল' কোথায় ভিক্ষুবেশ ?
সে যে মোদের মাতৃভূমি, পূণ্যভূমি বাংলা দেশ !
কোন্ দেশে মণীন্দ্রচন্দ্র, কলির-বলি, মহাপ্রাণ
আপন ভোলা হৃদয় ঢেলে দেশের সেবায় করল দান ;
ত্রিবেদী, রামেন্দ্র, ভূদেব, অক্ষয়কুমার, কোন্ দেশে
করেছিল কঠোর সাধন বাণীর উপাসক বেশে
হরপ্রসাদ, রাজেন্দ্রলাল, রমেশ, নগেন, ব্রজেন্ শীল
কোন্ দেশেতে খুলে দিল গবেষণার গুপ্তখিল ;
উদ্ঘাটিল রাখাল দীনেশ প্রাচীন যুগের মোহনবেশ ?
সে যে মোদের মাতৃভূমি, পূণ্যভূমি বাংলাদেশ !
হরিদ্বার আর মানসহ্রদের সলিল ধারার মিলনদেশ
হয় মানুষের জন্মভূমি পূণ্যফলে সবিশেষ ;
ধন্য সে, যে পায়রে সুযোগ বাস্‌তে ভালো এমন দেশ
ধন্য সে, যার মাতৃভূমি, পূণ্যভূমি বাংলাদেশ ।

——ঃ০ঃ——

রায় বেঁশে নৃত্যের বোল

ঘিউর গিজ্জা ঘিউর গিজ্জা……………………

(উরর) ঘিনিতা ঘিনিতা ঘিউর তা তা তা (ইয়া)

(উরর) জাঘিন্ জাঘিন্ জাঘিন্ ঝাঁ—তা তা তা তাতাক তা

ঝাঁউর গিজার গিজা ঘিনিতা—তিলিতা—তিলিতা তা তা

ঝাঁউর গিজার গিজা ঘিনিতা—তিলিতা—তিলিতা তা তা

(উরর) ঝাঁউর গিজার গিজা ঘিনি—

১। (উরর) ঘিনাক্ তাকুর কুরতা, কুরা কুরাক্ তাকুর কুরতা—

ঘিনাক্ তাকুর কুরতা, কুরা কুরাক্ তাকুর—

তাকুকুর, তাকুকুর, কুরাকুর তা—কুরাকুর তা—কুরাকুর তা

কুরাকুর কুরা—

গিজাঘিন্ গিজাঘিন্—গিজাঘিন্—তা—

জাঘিন্ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ, জাঘিন্ তা তা তা তা

জাঘিন্ ঝাঁ জাঘিন্ তা (২)

জাঘিন্ জাঘিন্ জাঘিন্ ঝাঁ, তা তা তা তাতাক্ তা (ইয়া)

(উরর) ঝাঁউর গিজার গিজা ঘিনিতা—তিলিতা—তিলিতা তা তা

ঝাঁউর গিজার গিজা ঘিনিতা—তিলিতা—তিলিতা তা তা

ঝাঁউর গিজার গিজা ঘিনি

২। (উরর) তাতাক্ তাতাক্ তাতাক্ তা, তাক্তা থিতা থিতা

ঝাঁ জাঘিন্ ঘিনা তা

তাতাক্ তাতাক্ তাতাক্ তা, তাক্তা থিতা থিতা

ঝাঁ জাঘিন ঘিনা—

ঘিনা ঘিনা ঘিনা ঝাঁ ঝাঁ, ঘিনা ঘিনা ঘিনা তা তা

জাঘিন্ ঝাঁ, জাঘিন্ তা (২)

জাঘিন্ জাঘিন্ জাঘিন্ ঝাঁ, তা তা তা তাতাক্ তা (ইয়া)

(উরর) ঝাঁউর গিজার গিজা ঘিনিতা—তিলিতা—তিলিতা তা তা
… ঝাঁউর গিজার গিজা ঘিনিতা—তিলিতা—তিলিতা তা তা
ঝাঁউর গিজার গিজা ঘিনি

৩। (উরর) ঘিনাক তাতাক তাকতা, তাকতা খিতা তাকতা (২)
জাঘিন্ ঝাঁ জাঘিন্ তা (২)
জাঘিন্ জাঘিন্ জাঘিন্ ঝাঁ, তা তা তা তাতাক তা (ইয়া)
(উরর) ঝাঁউর গিজার গিজা ঘিনিতা—তিলিতা তিলিতা তা তা
ঝাঁউর গিজার গিজা ঘিনিতা—তিলিতা—তিলিতা তা তা
ঝাঁউর গিজার গিজা ঘিনি

৪। (উরর) ঝাঁউর ঘিনাক তা তা তা, ঝাঁউর ঘিনাক তা তা তা
জাঘিন্ ঝাঁ, জাঘিন্ তা (২)
জাঘিন্ জাঘিন্ জাঘিন্ ঝাঁ, তা তা তা তাতাক্ তা (ইয়া)
(উরর) ঝাঁউর গিজার গিজা ঘিনিতা—তিলিতা—তিলিতা তা তা
ঝাঁউর গিজার গিজা ঘিনিতা—তিলিতা—তিলিতা তা তা
ঝাঁউর গিজার গিজা ঘিনি

৫। (উরর) ঘি ঠক্ ঠক্—ঠক্ ঠক্ গিজার ঝাঁ
ঘি ঠক্ ঠক্—ঠক্ ঠক্ গিজার ঝাঁ
ঠঠক্ ঠঠক্ ঠঠক্ ঠক্—ঠক্ ঠকা ঠক্ ঠঠক্
ঠক্—ঠঠক্ ঠক্ ঠক্—ঠক্—ঠঠক ঠক্ ঠক্

(উরর) ঘিনাক্, ঘিনাক্ (২)
জাঘিন্ জাঘিন্ জাঘিন্ ঝাঁ
তা তা তা তাতাক তা (ইয়া)।

গুজরাটী-রাস

ঘুম ঘুম ঘুমরা বাজেরে কানগী রাস রঙ্গিয়া লাগেরে
নিদ্রা মাথি জাগেরে গোপী রাস রঙ্গিয়া লাগেরে।
মধুবন কুঞ্জে বংশী গুঞ্জে বন উপবন কুঞ্জে নিকুঞ্জে
প্যারা বংশী বাজেরে কানগি রাস রঙ্গমা লাগেরে।
যমুনা কিনারে ধেনু চরাওয়ে যমুনা জল স্থির বানাওয়ে
বংশী মাধুরী বাজেরে কানগি, রাস রঙ্গমা লাগেরে।
থৈথৈ থৈথৈ রাধা নাচে তাল মৃদঙ্গত গোপী বাজাওয়ে
গোকুলে হুঁ বধু জাগেরে কানগি, রাস রঙ্গমা লাগেরে ॥

(সংগৃহীত)

ধান ভানা

ও ধান ভানরে ভানরে মূরলী গান শুনি
বৃন্দাবনে ভানে ধান ষোলশো গোপিনী।
ঢেঁকিটা বলেরে ভাই আমি নারদের হাতি
অষ্ট অঙ্গ ছেড়ে আমার ল্যাজে মারে লাথি।
পায়া দুটো বলেরে ভাই আমরা জোড়া ভাই
মাটির ভিতর থেকে আমরা কৃষ্ণ গুণ গাই।
আসলাইটা বলে আমি আটে কাটে দড়
আমি না থাকিলে ঢেঁকি কাত হ'য়ে পড়।
মুষলাইটা বলেরে ভাই লোহায় বাঁধা মুখ
আমার এঁটো খেয়ে লোকের চাঁদ পারা মুখ।
কুলোটা বলেরে ভাই করি হোঁস ফোঁস
ঢেঁকি ভায়া ভানে ধান আমি উড়াই তুষ।

ঝাঁটাটা বলেরে ভাই আমার গোড়া দড়
ঢেঁকি ভায়া ভানে ধান আমি করি জড়।
ধামাটা বলেরে ভাই ডোম্ বাড়ীতে হই
ঢেঁকি ভায়া ভানে ধান কাঁখে করে বই।
উঠানটা বলেরে ভাই আমার নাম নীলে্
ঢেঁকি ভায়া ভানে ধান আমি রাখি মেলে
পোয়া পুন্তরি বলেরে ভাই আমার নাম চাঁপা
ঢেঁকি ভায়া ভানে ধান আমি দিই মাপা।

(সংগৃহীত)

ডালি নৃত্যের বোল

ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ তা তা (কয়েক বার)
ঝাঁ ঘিনা ঘিনা ঝাঁ তা তা (কয়েক বার)
কুর কুর কুর, কুর তা তা (কয়েক বার)
গিজার গিজা ঘিনিতা তা (কয়েক বার)

ব্রতচারী গ্রামের কাজ

গ্রামের সকল কাজ মোরা সযতনে সাধ্‌ব
গ্রামের সকল লোকের হৃদয় প্রেমের ডোরে বাঁধব।
গ্রামের সকল শ্রমের কাজে বন্‌ব মোরা দক্ষ
গ্রামের সকল শ্রমিক সনে পাতব্‌ মোরা সখ্য।
গ্রামের যে সব ভাল প্রথা সে সব মোরা মান্‌ব
গ্রামের লোকে জানে যাহা সে সব মোরা জান্‌ব।
শিক্ষা করি আমরা যাহা সে সব তাদের বল্‌ব
গ্রামের জীবন সনে প্রাণের মিলন রেখে চল্‌ব।
বাবুয়ানীর ছাড়ব সাজ, গতর খেটে করব কাজ ;
লেখা পড়ার সাথে সাথে কারিগরী শিখব হাতে।
যে যতটা গড়তে পারে, শক্তি তাহার ততই বাড়ে
মানুষ শুধু তারেই কয়, কর্মে যে-জন দক্ষ হয়
কারিগরীর বাড়লে মান্‌, মিলবে দেশের পরিত্রাণ।
একের কাছে শক্ত যা, দলের কাছে হয় সোজা—
গ্রামের রাস্তা মেরামতি, করেনা যে মুর্খ অতি—
ব্রতচারীর ধন্য নাম রচলে পর আদর্শ গ্রাম।

পরিশিষ্ট
ব্রতচারীর ষোল আলি

'আলি' কথাটি একটি ব্রতচারী পরিভাষা। ইহা 'ক্রিয়া' অথবা 'অনুষ্ঠান' অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্রতচারীর জীবনের সমগ্র অনুষ্ঠান ষোলটি আলিতে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলি ব্রতচারী-সাধনার একান্ত অঙ্গীভূত অনুষ্ঠান। এই ষোলটি আলির নিয়মিতভাবে ব্যক্তিগত ও সংঘগত সাধনার ফলে ব্রতচারীর নিজ নিজ জীবন ও জাতীয় জীবন গঠিত করবার চেষ্টা করবেন। মূল আলির অনেকগুলির আবার একাধিক-শাখা-আলি আছে।

"ব্রতচারী অনুষ্ঠান 'আলি' বদ্ধ মূল
মূলালির সংখ্যা ষোল, শাখালি বহুল"

প্রত্যেক আলির প্রতি মাসে বহুবার নিয়মিত সাধনা প্রত্যেক ব্রতচারী-সংঘের কর্ত্তব্য। সপ্তাহে অন্ততঃ একবার প্রত্যেক মূলালির সংঘবদ্ধ সাধনা অবশ্য-কর্ত্তব্য।

"মাসে মূলালির বহু পর্ব্ব
ব্রতচারী-সংঘের গর্ব্ব।"

মূলালি

আবৃত্তি এবং কণ্ঠস্থ করার সুবিধার জন্য মূলালির আদ্যাক্ষর তালিকা—

আ-কৃ-স-ক্রী, ম-বী-সে-শি, জ্ঞা-চা-দ-সং, কৌ-ক-ভ্র-কো।

মূলালির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও কতিপয় শাখালির নির্দ্দেশ

(১) আবৃত্তালি

সংযতচিত্তে অখণ্ড মনোযোগ সহকারে উক্তি, ব্রত, পণ, মানা, প্রণিয়ম, প্রণীতি, সঙ্কল্প প্রভৃতির ছন্দোবদ্ধ আবৃত্তি-সাধনা। কায়মনোবাক্যে এইরূপ নিয়মিত সাধনার ফলে ঐগুলি মনোবৃত্তির অঙ্গীভূত হবে এবং আত্মগঠনের সহায়তা করবে।

(২) কৃত্যালি

ব্যাপক অর্থে কৃত্যালির ভিতর অন্যান্য অনেক আলিই পড়তে পারে, কিন্তু এস্থলে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ অর্থেই কৃত্যালি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যে কাজে, ব্যক্তিবিশেষের নয়—সাধারণের উপকার হয় সেই শ্রেণীর কাজের দলবদ্ধ ভাবে সাধনাকে কৃত্যালি আখ্যা দেওয়া যায়।

ব্রতচারীর দৈনিক-কৃত্য

'পরহিতে কিছু শ্রম নিত্য
ব্রতচারীর অবশ্য-কৃত্য।'

প্রতিদিন যথেষ্ট সময় না পেলে অন্ততঃ কয়েক মিনিটের জন্যও প্রত্যেক ব্রতচারীর পরহিতে বা জনহিতে কোন না কোন কৃত্য-সাধনা করা অবশ্য-কর্ত্তব্য।

নিয়মিত কৃত্যালির অনুষ্ঠান

প্রতি সপ্তাহে বা প্রতি মাসে এক নির্দ্দিষ্ট দিনে ব্রতচারীগণ একত্রিত হয়ে কৃত্যালি-উৎসব সম্পন্ন করবেন। পুরাতন রাস্তা

মেরামত, নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ, পয়ঃপ্রণালীর উন্নতি সাধন, জঙ্গল পরিষ্কার, পুকুরের পানা পরিষ্কার, ম্যালেরিয়া-নিবারক কাজ, নিরক্ষরদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার প্রভৃতি কৃত্যালির অঙ্গীভূত। পল্লী-উন্নয়ন ও আত্মগঠনের পক্ষে কৃত্যালির বিশেষ প্রয়োজন।

(৩) সঙ্গীতালি

ব্রতচারীর নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সুসমঞ্জস সাধনা। নৃত্যালি, গীতালি ও বাদ্যালি ইহার বিভিন্ন শাখা।

সাহিত্য-সঙ্গীত-কলাবিহীনঃ
সাক্ষাৎ পশুঃ পুচ্ছ-বিষাণহীনঃ
(ভর্ত্তৃহরি—নীতিশতক)

তাৎপর্য্য

সঙ্গীত অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও বাদ্য এই তিনটিই সাধনা শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ ; কারণ এগুলির সাধনা ব্যতীত মানুষ পশুত্ব অতিক্রম করে মনুষ্যত্বে পৌছিতে পারে না। ব্রতচারী নৃত্য, গীত ও বাদ্যের মধ্যে কোন একটি বাদ দিলে সাধনা অপূর্ণ থাকে। সুতরাং ব্রতচারীরা তিনটিরই শিক্ষায় যত্নবান হবেন।

(৪) ক্রীড়ালি

শাখালি—(ক) স্ব-ক্রীড়ালি (জাতীয় ক্রীড়ালি)
(ক) অন্য-ক্রীড়ালি

(ক) জাতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির অঙ্গীভূত সরল অথচ শ্রমবহুল গ্রাম্য ক্রীড়া—অল্পায়তন ক্ষেত্রে বিনাব্যয়ে বা অত্যল্প ব্যয়ে যা খেলা যায়, সেগুলি স্ব-ক্রীড়া।

যথা—হা-ডু-ডু, নারিকেল কাড়াকাড়ি, দারিয়াবান্দা, গোল্লাছুট, নোন্‌তা, বুড়ি-চু, খো-খো, ডাণ্ডাগুলি ইত্যাদি।

(খ) দেশের উপযোগী অন্য দেশীয় ক্রীড়া।

যথা—ফুটবল, ক্রিকেট, হকি ইত্যাদি।

ব্যাক্তিগত প্রতিযোগিতামূলক ব্যাপারও ইহার অন্তর্গত।

যথা—লম্ফনালি, ধাবনালি; ক্ষেপনালি।

স্ব-ক্রীড়া শিক্ষার পর, অন্য-ক্রীড়ার অনুশীলন, ব্রতচারীদের ইহা মনে রাখা দরকার।

(৫) মল্লালি

প্রধান শাখালি—

যষ্ট্যালি, কস্‌রত্‌ালি, মুষ্ট্যালি, কুস্ত্যালি, যুযুৎসালি, ব্যায়ামালি—ইত্যাদি।

শরীর-গঠনের ও আত্মরক্ষার জন্য এবং বিপন্নের উদ্ধারের পক্ষে মল্লালি-সাধনা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহাতে শরীর বলিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম হয় এবং বিপদে ধৈর্য্যহানি ঘটে না।

(৬) বীরালি

"বীরালির উপাদান—সাহসালি, স্বরাজ্য
তুষ্করালি, রক্ষণালি, শিষ্ট্যালি ও সাহায্য।"

প্রধান শাখালি—

দুষ্করালি, সপ্রতিভালি, শিষ্ট্যালি, সাহায্যালি, ত্যাগালি, রক্ষণালি, নির্ব্বাণালি, মগ্নোদ্ধারারি প্রভৃতি—দুর্ব্বলের রক্ষণ ও শত্রুকেও নিজের কবলে পেয়ে ক্ষমা করা বীরের কাজ। নিজের জীবন বিপন্ন করেও আর্ত্তের উদ্ধার-সাধন বীরত্বের পরিচায়ক। বয়োবৃদ্ধের ও নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন বীরের পক্ষেই

সম্ভব। আত্মসংযম ও তমোবৃত্তির দমন দ্বারা অন্তশ্চরিত্র-গঠনই স্ব-রাজ্যের মূল অর্থ। বীরালির একটি প্রধান অঙ্গ ও লক্ষণ। দুষ্কর কাজ সাধন করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে বা দলবদ্ধভাবে অভিযান করে বাধাবিঘ্নে ভ্রূক্ষেপ না করা বীরালির অঙ্গস্বরূপ।

(৭) সেবালি

মানুষ, পশু, পক্ষী-প্রভৃতির সস্নেহ সেবা; প্রশংসা বা প্রত্যুপ-কারের প্রত্যাশা না রেখে আর্ত্তের ও ইতর জীবের সেবা দুর্লভ আনন্দ-লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।

রোগীর সেবা শুশ্রূষা করতে হলে রোগীর প্রতি সহানুভূতি, রোগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এবং রোগ শুশ্রূষা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। প্রাথমিক প্রতিবিধান, স্বাস্থ্যবিধি, গৃহশুশ্রূষা প্রভৃতি বিধিবদ্ধভাবে শিক্ষা করা ব্রতচারী মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

(৮) শিল্পালি

শাখালি—চিত্রালি, সীবনালি ইত্যাদি।

স্বহস্তে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যের উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে হস্তপদের সহিত মনের অপূর্ব্ব সমন্বয় এনে দেয়।

দৈনন্দিন জীবনে যেগুলি প্রয়োজন, এরূপ শিল্পালির চর্চ্চা করা দরকার। যেমন—সেলাইএর কাজ, বোতাম তৈয়ারি, গামছা বোনা, রুমাল তৈয়ারি, সামান্য ছুতারের কাজ, সাবান তৈয়ারি —ইত্যাদি। তা ছাড়া মানচিত্র অঙ্কন, ছবি অঙ্কন, মৃৎশিল্প, কার্ডবোর্ডের কাজ প্রভৃতি শিক্ষা করা ব্রতচারীর উচিত।

(৯) জ্ঞানালি

'জ্ঞানের সীমা প্রসারণ
'রোজ কিছু শিখ্‌ব।'

প্রতিদিন বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন। বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য ও ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থপাঠ, পত্রিকা পাঠ ও গ্রন্থাগার স্থাপন; নূতন নূতন ভাষা ও বিভিন্ন জাতির সামাজিক তথ্য প্রভৃতি শিক্ষা করা এবং নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন ব্রতচারীর কর্ত্তব্য।

শাখালি—ভাষালি, সংবাদালি, সংগ্রহালি—

(১০) চাষালি

'সবজী-ফলের উৎপাদন।'

গরুর পুষ্টি সম্পাদন।'

প্রধান শাখালি—কর্ষণালি, গো-সেবালি, উদ্যান-রচনালি।

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। কৃষির উন্নতি ব্রতচারীর বিশেষ কর্ত্তব্যের অন্তর্গত। গো-সেবা কৃষির সহিত সংশ্লিষ্ট। প্রত্যেক ব্রতচারীরাই গো-পালন বিষয়ক পুস্তক পাঠ এবং গরুর পুষ্টি-সাধন করা উচিত।

নিজের হাতে কৃষিক্ষেত্রে লাঙ্গল-চালনা, কোদাল চালনা, উদ্যান-রচনা, ফল-ফুল-সবজীর উৎপাদন ইত্যাদি অশেষ আনন্দ-দায়ক ও স্বাস্থ্যপ্রদ। স্কুলের বাগানে ব্রতচারীরা পুঞ্জে পুঞ্জে বিভক্ত হয়ে নির্দ্দিষ্ট জমিতে কোদাল হাতে কাজ করবেন এবং নিজেদের সম্ভবমত বাগান করবেন। অধিক ফসল জন্মান ব্রতচারীর কর্ত্তব্য।

(১১) দক্ষতালি

শাখালি—গ্রন্থি রচনালি, সন্তরণালি, রন্ধনালি, ধনুবিদ্যালি, অশ্বারোহণালি, নৌচালনালি, আলোকচিত্রাবলী ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ে দক্ষতা অর্জ্জন ব্রতচারীর কর্ত্তব্য।

(১২) সংধ্যানালি

প্রত্যহ কিছুসময় নীরবে একনিষ্ঠচিত্তে কোন বিষয়ে একা অথবা অনেকে একসঙ্গে গভীর চিন্তা করা। এতে অন্তর্দৃষ্টি উন্মেষিত হয়, চিত্তে বলাধান হয় ও আত্মার বিকাশ হয়। সমবেতভাবে একই চিন্তায় মগ্ন থাকলে পরস্পরের আত্মার মিলন ও উৎকর্ষ সাধিত হয়।

(১৩) ফৌজালি

প্রধান শাখালি—দণ্ড-ফৌজালি, কোদাল-ফৌজালি, বাদনী-ফৌজালি, মার্জ্জনী-ফৌজালি, রিক্ত-ফৌজালি। মাতৃ ভাষায় ফৌজালি হুকুম আবশ্যক।

ব্রতচারী ফৌজালির উদ্দেশ্য শরীর গঠন নয়; সংনিয়মন ও অনুশৃঙ্খলার সাধনই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। কোথাও কৃত্যালি বা অন্য কার্য উপলক্ষে যেতে হলে ফৌজালির প্রণালী অবলম্বন করে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চলাই একান্ত প্রয়োজন। এতে ঐক্য আনয়ন করে এবং কর্মে আগ্রহ ও শক্তি বৃদ্ধি হয়। এমন কি, একজনের বেশী ব্রতচারী একসঙ্গে কোথাও যেতে হলে সমপদবিক্ষেপে যাওয়া ফৌজালির মূলীভূত প্রণালী। সমগ্র জীবনকে একটি আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক সংগ্রামক্ষেত্র মনে করে প্রত্যেক ব্রতচারীকে শান্তি-সেনা বা ফৌজী-ব্রতচারী সাজতে হবে। এজন্য ফৌজালির নিয়মাবলী দৈনন্দিন জীবনে পালন করা কর্ত্তব্য। এতে শৃঙ্খলা ও তৎপটুতা এনে দেবে।

(১৪) কথালি

নানাবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ে সুগ্রথিত চিন্তা-রাজির সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি, ভাবের আদান-প্রদান, চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ সাধন;

অল্পকথায়—মনের ভাব প্রকাশে দক্ষতা। স্বাভাবিক কুণ্ঠার বিলোপ-সাধন ও নির্ভীকতা-অর্জ্জন এর ফল। ব্রতচারীদের মধ্যে নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ে রীতিমত কথালির অনুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য। প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা কথালির অনুষ্ঠানও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

(১৫) ভ্রমন্তালি

নানাস্থানে ভ্রমণ শিক্ষার একটি প্রকৃষ্ট পন্থা।

ঐতিহাসিক স্মৃতি-সমৃদ্ধ স্থানে গমন ও প্রাচীন কীর্ত্তির সন্দর্শন দ্বারা মনে স্বজাত্য ভাব আসে, মন উদার হয়, নানা স্থানের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মে, লোক-চরিত্র নির্ণয়ে দক্ষতা আসে। যন্ত্রশিল্পের কলকারখানা সন্দর্শনেও অনেক মূল্যবান শিক্ষা হয়। এক মাইল দুই মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে এক সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে গিয়ে খেলাধূলা, নৃত্যালি, কৃত্যালি ইত্যাদির সাধন দ্বারা ব্রতচারীরা যথেষ্ট উপকার লাভ করতে পারেন। গন্তব্য স্থানে অথবা গমন-পথে অবস্থিত সংঘের সঙ্গে পূর্ব্বে পত্র ব্যবহার করলে অনেক বিষয়ে সুবিধা হতে পারে।

(১৬) কৌতুকালি

অনাবিল আনন্দপূর্ণ রঙ্গ-আবৃত্তি, নির্ম্মল কৌতুক, রসময় গল্প, বিভিন্ন চরিত্রের নিখুঁত অভিনয় প্রভৃতি। এর উদ্দেশ্য "আনন্দোৎস সঞ্জীবন"—কঠিন শ্রমের পর আনন্দ-পরিবেশন।

এখানে "আর্লি"র সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র দেওয়া হল। এগুলির রীতিমত অনুষ্ঠান দ্বারা ব্রতচারিগণ ব্যক্তিগত জীবনে ও সংঘগত জীবনে ব্রতচারীর আদর্শ ফুটিয়ে তুলতে যত্নবান হবেন।

ব্রতচারীর পর্য্যায় বিভাগ

(অর্থাৎ বয়স এবং শিক্ষা অনুসারে ব্রতচারীগণের
(শ্রেণী বিভাগের নির্দ্দেশ)

গৃহীত-ভুক্তি ব্রতচারীগণকে (ক) পোষ-ব্র অর্থাৎ পোষক ব্রতচারী এবং (খ) শীল-ব্র অর্থাৎ শীলক-ব্রতচারী এই দুই পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হবে। যারা ভুক্তি গ্রহণ ক'রে ব্রতচারী আদর্শ পোষণ করেন তাঁদের প্রথম পর্য্যায়ে এবং যে সকল নরনারী, বালক-বালিকা সঙ্গীতালি, ব্যায়ামালি ও কৃত্যালি ইত্যাদির অনুশীলনের ভিতর দিয়ে ব্রতচারী শিক্ষা ও সাধনা করবেন তাঁদের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে ভুক্ত করা হবে।

বয়সের তারতম্য অনুসারে পর্য্যায় বিভাগ :—

বয়ঃক্রম অনুসারে ব্রতচারীগণ নিম্নলিখিত পর্য্যায়ে বিভক্ত হবেন—

ক। **শিশু-ব্র** (শিশু-ব্রতচারী ; ৩—৫ বৎসর)

খ। **ছো-ছো-ব্র** (ছোট হতেও ছোট ব্রতচারী ; ৬-৮ বৎসর)

গ। **ছো-ব্র** (ছোট ব্রতচারী ; ৯—১২ বৎসর)

ঘ। **কি-শো-ব্র** (কিশোর ব্রতচারী ; ১৩—১৬ বৎসর)

ঙ। **যু-ব্র** (যুবক ব্রতচারী ; ১৭—৩৫ বৎসর)

চ। **প্রৌ-ব্র** (প্রৌঢ় ব্রতচারী ; ৩৬— ৫৫ বৎসর)

ছ। **প্র-ব্র** (প্রবীণ প্রতচারী ; ৫৫ বৎসরের উর্দ্ধে)

বিভিন্ন পর্য্যায়ের ব্রতচারীদের অনুষ্ঠিতব্য আলিগুলির সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে নির্দ্দেশ

শিশুব

আবৃত্তালি—ছো-ব'র পণের তিনটি—১, ২ ও ১২
ক্রীড়ালি—গীতি-ক্রীড়া

ছো-ছো-ব

আবৃত্তালি—ভূমি-প্রেমের এক উক্তি
পঞ্চব্রত—বার পণ, তিন মানা—১, ৪ ও ১২
কৃত্যালি—আপন বাড়ীর এবং পাঠ-গৃহের পরিপাটিতা রচন
গীতালি—কোদাল চালাই, সবার প্রিয়, আগুয়ান বাংলা
বাংলাদেশের মাটি, হা-খে-না-খা
ক্রীড়ালি—গীতি-ক্রীড়া ;
স্ব-ক্রীড়া—হা-ডু-ডু-ইত্যাদি
মল্লালি—সহজ রায়বেঁশে কসরৎ
ফৌজালি—প্রাথমিক পর্য্যায়
শিল্পালি—মৃৎশিল্প, কার্ডবোর্ড ইত্যাদি

ছো-ব

আবৃত্তালি—ভূমি-প্রেমের দুই উক্তি
পঞ্চব্রত, বার পণ, বাকসংযম, ক্রমবৃদ্ধি, দৈনিক কৃত্য

কৃত্যালি—জঙ্গল পানা পরিষ্কার ও পরিপাটিতা রচন

গীতালি—আগে চল্, জীবনোল্লাস, বীর নৃত্য, হ'য়ে দেখ,
স্থর্য্যিমামা, নারীর মুক্তি ইত্যাদি।

নৃত্যালি—ঝুমুর, কাঠি, বাউল, সারি

বাদ্যালি—কাঁসি

ক্রীড়ালি—স্ব-ক্রীড়া ও অন্য ক্রীড়া

মল্লালি—রায়বেঁশে কসরৎ

সেবালি—প্রাথমিক প্রতিবিধান, জনসাধারণের স্বাস্থ্য-রক্ষায় সাহায্য

শিল্পালি—মৃৎশিল্প, কার্ডবোর্ড—ইত্যাদি

ফৌজালি—যতটা সম্ভব

ভ্রমন্তালি—শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সম্ভব হলে মাসে একদিন করে
ভ্রমন্তালির ব্যবস্থা

কি-শো-ব

ছো-ব দের অনুষ্ঠিতব্য সকল বিষয় ; এবং—

আবৃত্তালি—ভূমি প্রেমের তিন উক্তি, পঞ্চব্রত, পণমানা প্রণীতি ও
প্রণিয়ম সমস্ত

কৃত্যালি—সেবালি, পল্লী স্বাস্থ্য; শুশ্রূষালি, গো-সেবালি, চাষালি,
জঙ্গল পরিষ্কার, কচুরীপানা নাশ, রাস্তা নির্ম্মাণ ও
মেরামত, জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষায় সাহায্য, সমষ্টির
স্বাস্থ্যরক্ষায় সাহায্য প্রভৃতি

নৃত্যালি—সমস্ত

বাদ্যালি—কাঁসি, মাদল এবং বিশেষ পারদর্শীদের জন্য ঢোল ও
গাব-গুবা

ক্রীড়ালি—হা-ডু-ডু, নারকেল কাড়াকাড়ি ইত্যাদি এবং অন্য খেলা যথা—ফুটবল, ক্রীকেট, ভলিবল ইত্যাদি

মল্লালি—কসরৎ, কুস্ত্যালি, মুষ্ট্যালি, যুযুৎসালি ও নানাবিধ ব্যায়ামালি, লাঠি খেলা ইত্যাদি

সেবালি—প্রাথমিক প্রতিবিধান, জনস্বাস্থের ব্যবস্থা ইত্যাদি

শিল্পালি—ঝুড়ি-মোড়া তৈয়ার, বই বাঁধা, সাবান প্রস্তুত, বয়ন-শিল্প ইত্যাদি

জ্ঞানালি—নানা বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন

চাষালি—সব্জি-বাগান, গো-সেবা

ফৌজালি—যতদূর সম্ভব

ভ্রমন্তালি—সম্ভব হলে মাসে একবার

কৌতুকালি—অভ্যাস করতে হবে

যু-ব

ছো-ব-দের অনুষ্ঠিতব্য সকল বিষয় ; এবং

আবৃত্তালি—ব্রত, পণমানা, প্রণিয়ম সমস্ত

কৃত্যালি—সপ্তাহে অন্ততঃ একবার, সম্ভব হ'লে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিদিন

গীতালি—ব্রতচারী-সখার সকল গান

বাদ্যালি—ঢোল, কাঁসি, মাদল, ঢাক, গাব-গুবা

বাদনালি—ধুমস্, তাসা, বাঁশী

নৃত্যালি—সমস্ত

ক্রীড়ালি—সকল রকমের ক্রীড়া

মল্লালি—সমষ্টি ব্যায়ামের জন্য আখড়া-স্থাপন এবং দৈনিক নানাবিধ ব্যায়ামানুশীলন

বীরালি—অগ্নিনির্ব্বাপণালি, মগ্নোদ্ধারালি ইত্যাদি

সেবালি—প্রাথমিক প্রতিবিধান, জনস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা ইত্যাদি, নানাপ্রকার জন-সেবার অনুষ্ঠান এবং তদুদ্দেশ্যে মুষ্টিভিক্ষা প্রবর্ত্তন

শিল্পালি—যতদূর সম্ভব ব্যাপক অনুষ্ঠান

জ্ঞানালি—যতদূর সম্ভব ব্যাপক অনুষ্ঠান, বিশেষ করে গ্রন্থাগার স্থাপন ও ব্যবহার

চাষালি—যতদূর সম্ভব ব্যাপক অনুষ্ঠান—"অধিক ফসল জন্মাও।"

ফৌজালি—সমস্ত অনুষ্ঠান—বিশেষ করে, জাতীয় বাদনী সহ ফৌজালির অভ্যাস, সভা-সমিতি ও মেলা ইত্যাদিতে সাহায্য ও শান্তিরক্ষা

কথালি—যতদূর সম্ভব অনুষ্ঠান

ভ্রমন্তালি—সম্ভব হলে সপ্তাহে একবার

কৌতুকালি—যতদূর সম্ভব সংঘ সংগঠন ও পরিচালন

প্রৌ-ব

অবস্থা এবং স্বাস্থ্য অনুযায়ী যতদূর সম্ভব যু-ব-দের অনুরূপ সংগঠন ও পরিচালন।

প্র-ব

গীতালি—সবার প্রিয়, জ-সো-বা, ভারতমাতা, প্রার্থনা, আওয়ান বাংলা, বাংলাভূমির দান, আমরা বাঙ্গালী,

জ্ঞানালি	
চাষালি	যথাসাম্ভব অনুষ্ঠান
ও	সংঘ সংগঠন ও পরিচালন।
কথালি	

ব্রতচারী সংঘ গঠন

সংঘ বিভাগ

১। ব্রতচারী পরিচেষ্টার ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠানকে সংঘ বলা হয়। প্রত্যেক সাধক বা শীলক ব্রতচারীর কোনও সংঘের সভ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২। সংঘের সভাপতিকে "সংঘপতি", উপদেশককে "সংঘ-নায়ক" এবং সম্পাদককে "সংঘ-সচিব" বলা হয়।

৩। **সংঘাল**—সংঘের যে-সকল ব্রতচারী ব্যায়াম, কৃত্যালি, ফৌজালি, নৃত্য ও গীতালির অভিশীলন করেন, তাঁদের নিয়ে হবে "সংঘ-ফৌজ"। ফৌজের নেতার আখ্যা "ফৌজাল"। সংঘের ব্রতচারীদিগকে ইনি রীতিমত ফৌজালি শিক্ষা দেবেন। **সংঘ ফৌজালকেই সংক্ষেপে সংঘাল আখ্যা দেওয়া হয়।** সংঘালের অধীনে এক বা একাধিক সহ-সংঘাল থাকবে।

৪। **পুঞ্জ ও পুঞ্জাল**—প্রত্যেক সংঘ কতিপয় পুঞ্জে বিভক্ত হ'তে পারবে। পুঞ্জের ফৌজালকে "পুঞ্জাল" বলা হবে। পুঞ্জালের অধীনে এক বা একাধিক সহ-পুঞ্জাল থাকবে।

৫। **অষ্টক ও অষ্টাল**—প্রত্যেক পুঞ্জ বা এক পুঞ্জবিশিষ্ট সংঘ অষ্টকে বিভক্ত হ'তে পারবে। অষ্টকের ফৌজালের আখ্যা হবে "অষ্টাল"। অষ্টালের এক বা একাধিক সহ-অষ্টাল থাকবে।

সংঘ সংগঠন

১। প্রত্যেক সংঘে "সংঘ-সংসদ" নামে একটা পরিচালক সমিতি থাকবে। সংঘ-পতি, সংঘ-নায়ক, সংঘ-সচিব ও অন্যান্য সদস্য নিয়ে উহা গঠিত হবে। বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সংঘে সেই

বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক, ব্রতচারী ছাত্রগণের অভিভাবক এবং স্থানীয় চিকিৎসকমণ্ডলীর প্রতিনিধি থাকা বাঞ্ছনীয়। সংঘ-সংসদের সভ্যগণের ভুক্তি গ্রহণ করা আবশ্যক।

২। প্রতি সংঘের সভ্যগণকে সপ্তাহে একবার কিংবা অন্ততঃ মাসে একবায় যুক্তভাবে কোনও কৃত্যালি এবং কিছু নৃত্যালি, ফৌজালি, মল্লালি ইত্যাদির অনুষ্ঠান করতে হবে।

৩। প্রত্যেক ব্রতচারীর একখানা কোদাল রাখা এবং তার রীতিমত ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। কৃত্যালি অভিযানে কোদাল অপরিহার্য্য।

৪। প্রতি সংঘে নিম্নলিখিত বই ও হিসাবপত্র রাখতে হবে—

ক। ব্রতচারী তালিকা

খ। সংসদ কার্য্যবিবরণী

গ। হিসাব বই

ঘ। রসিদ বা ব্যয়-নিদর্শনী বই

ঙ। চিঠির দপ্তর

চ। কৃত্যালীর বই

ছ। উপকরণের তালিকা

জ। জমায়েত হাজিরা

ঝ। জমায়েত কার্যবিবরণী

ঞ। পরিদর্শন মন্তব্য বই

৫। প্রত্যেক সংঘর পক্ষে বাংলার ব্রতচারী সমিতির মুখপত্রের গ্রাহক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৬। কেন্দ্রীয় সংযোগ :—

প্রত্যেক সংঘকে বালার ব্রতচারী সমিতির অন্তর্ভুক্ত হ'তেই হবে এবং সমিতির অঙ্গীভূত কোনও জেলা বা মহকুমা সমিতিতে যোগ দিবে।

৭। প্রত্যেক সংঘকে কেন্দ্রীয় সমিতির নির্দ্দেশ মেনে চলতে হবে এবং এদের তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন স্বীকার করতে হবে।

৮। প্রত্যেক সংঘকে সমিতির নিকট ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণী দাখিল করতে হবে। প্রত্যেক সংঘকে তার বিশিষ্ট কৃত্যালির বিবরণ বাংলার ব্রতচারী সমিতির মুখপত্রে প্রকাশের জন্য পাঠাতে হবে।

ব্রতচারীর পণের সজ্জা—

ঢাক্ ঢোল কোদাল কুড়ুল কাঠি
ঝাঁটা ঝুড়ি মাদল গুবা কাঁসি
ধুমুস তাসা দণ্ড শিঙা বাঁশি।

PUBLICATIONS OF

BENGAL BRATACHARI SOCIETY

(All rights reserved)

1. The Bratachari Synthesis
   by Guru Saday Dutta. Price Re. 1.00 P.
2. Bratachari Sakha (Bengali)
   by Guru Saday Dutta. „ Rs. 1.50 P.
3. Bratachari Parichaya (Bengali)
   by Guru Saday Dutta. „ Rs. 2.00 P.
4. Bratachari : Its Aim & Meaning
   by Guru Saday Dutta. „ Re. 0·25 P.
5. Folk Dances of Bengal
   by Guru Saday Dutta. „ Rs. 12.00 P.
6. The Bratachari Movement
   by Ramananda Chatterjee „ Re. 0.50 P.
7. International Folk Dance
   by The Society „ Rs. 2.50 P.
8. "Bratachari Nayak"
   [Monthly Journal] Rs. 1.50 P.
   (Yearly subscription including Postage)

Bratachari Headquarters :

191/1, BIPIN BEHARI GANGULI STREET,
CALCUTTA-12.

Phone : 34-2546